পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক জারি করা সাম্প্রতিক কিছু বিজ্ঞপ্তিসমূহ

১। **ভর্তি প্রক্রিয়া** - বিজ্ঞপ্তি নং 74S-SE(EE)/10M-186/2010 dtd.06.11.2012 মাধ্যমে জানানো হয়েছে ২০১৩ শিক্ষাবর্ষের জন্য ভর্তি করা হবে লটারির মাধ্যমে। এই প্রক্রিয়া হবে দুইভাবে - প্রথমে আবেদনকারী সকলের জন্য এবং অবশিষ্ট প্রার্থীদের থেকে প্রার্থীদের SC/ST/OBC জন্য। এই প্রক্রিয়া প্রয়োগ হবে কেবলমাত্র বিদ্যালয়ে মোট আসন তুলনায় আবেদনকারীর সংখ্যা বেশি হলে।

যদি কোনো বিদ্যালয়ের একই প্রাঙ্গনে প্রাথমিক/উচ্চ-প্রাথমিক/মাধ্যমিক/উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগ থাকে, সেক্ষেত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা সরাসরি পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারবে সংশ্লিষ্ট উচ্চ প্রাথমিক অথবা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের অবশিষ্ট আসনগুলির জন্য লটারি প্রক্রিয়া গ্রহণ করা যেতে পারে।

লটারির মাধ্যমে কোন ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি হতে না পারলে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের (প্রাথমিক/মাধ্যমিক) কাছে আবেদন করতে হবে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক সংশ্লিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীর প্রতিবেশি বিদ্যালয়ে ভর্তি ব্যবস্থা করবেন।

২। **প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা** - বিজ্ঞপ্তি নং 792(76)-SE(EE)/10M-186/2010 dtd. 20.11.2012 মাধ্যমে জানানো হয়েছে, ২০১৩ শিক্ষাবর্ষে ০১/০১/২০১৩ তারিখে পাঁচ বছর এবং তার ওপরের বয়সের শিশুরা প্রথম শ্রেণির পরিবর্তে প্রাক- প্রাথমিক শ্রেণিতে ভর্তি

সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ২০১২

ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর মুখপত্র

WBEN আমাদের লক্ষ্য : শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এমন এক সমাজ গড়ে তোলা যেখানে শিক্ষা সামাজিক ন্যায় ও সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত WBEN

হতে পারবে। এই স্তরের জন্য মিড-ডে মিলের ব্যবস্থাও থাকবে। বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিশুদের জন্য পৃথকভাবে বসার ব্যবস্থা না থাকলে, প্রথম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে বসতে পারে।

ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়ণ সম্পর্কে সুপারিশ

শিক্ষা অধিকার আইনকে অনুসরণ করে আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্য রাজ্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর দ্বারা নির্মিত বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রথম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত বছরে তিনটি পরীক্ষা নেওয়ার সুপারিশ করেছে। এর সঙ্গে ধারাবাহিক নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নও চালানো হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসে কি করছে, কোনো একটি বিষয়ে সে নিজের মুখের ভাব প্রকাশ করতে পারে কিনা, বোর্ডে লিখতে পারে কিনা-এসব কিছু এপর নজর রাখা হবে। বিশেষজ্ঞ কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী অভীক মজুমদার- এর মতে বার্ষিক পরীক্ষার সঙ্গে ক্লাসরুমে পড়ুয়াদের বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা, বিষয়টি বোঝা এবং সেগুলির প্রয়োগ, ক্লাসে আলাদা প্রোফাইল তৈরি করা হবে। এগুলির নিরিখে ধারাবাহিক মূল্যায়ন হবে। তবে কিভাবে মূল্যায়ন করা হবে এ বিষয়ে যাবতীয় সিদ্ধান্ত শ্রেণিশিক্ষক-শিক্ষিকাদের। এরজন্য শিক্ষকদের কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

শিশু দিবসে শিশুদের সুরক্ষায় নতুন আইন কার্যকর

জম্মু ও কাশ্মীর ব্যতীত সারা দেশে ১৪ নভেম্বর, ২০১২ থেকে শিশুদের সুরক্ষায় একটি নতুন আইন কার্যকর করা হল। আইনটির নাম দি প্রোটেকশন অফ চিল্ড্রেরেন ফ্রম সেক্স্যুয়াল অফেন্সস, ২০১২ অর্থাৎ যৌন নির্যাতন থেকে শিশুদের সুরক্ষার স্বার্থেই এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। সংবাদপত্রের পাতায় প্রায়শই শিশুদের যৌন নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশিত হয়। এই অপরাধ বন্ধ করতে শিশু সুরক্ষার জন্য প্রচলিত আইনগুলির সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখেই এই নতুন আইন কার্যকর করার কথা ভাবা হয়েছে। এই আইন অনুযায়ী শিশুবান্ধব পরিবেশসহ বিশেষ কোর্ট স্থাপন করতে হবে। আইনে শিশু বলতে ১৮ বছর বয়সের নীচে সব নাগরিককেই বোঝানো হয়েছে।

এই আইনের ফলে বিশেষ কোর্ট ও শিশু কল্যাণ সমিতির মধ্যে সম্পর্ক কিরকম হবে তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন আছে। আইনের নয়টি অধ্যায়ে মোট ৪৬টি ধারা রয়েছে। এবছর ১৯ জুন রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেলেও কার্যকর হল ১৪ নভেম্বর - শিশু দিবসের দিনে।

সরকারি কর্মচারিদের বাড়িতে ১৪ বছরের নিচে কোনো শিশুকে কাজে নিযুক্ত করা যাবেনা

সম্পাদকীয়

এখনো অধরা শিশুর শিক্ষা অধিকার

শিক্ষা সর্বজনীন স্তরে ছড়িয়ে দিতে এবং ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে লাগু হয়েছিল শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯। আইন অনুযায়ী অঙ্গরাজ্যগুলি এই আইনকে নিজ নিজ রাজ্যে প্রয়োগ করার জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছিল তিন বছর। আগামী ৩১ মার্চ ২০১৩, সেই সময়সীমা শেষ হতে চলেছে। তবে পাঠকরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, সেই আইনের সঠিক প্রয়োগ এখোনো দূরঅস্ত। এখোনো বহু শিশু শিক্ষাঙ্গনের বাইরে এবং বিভিন্ন ধরণের বিপদজনক পরিস্থিতির শিকার। সরকারিভাবে ও বিভিন্ন বিক্ষিপ্ত চেষ্টা চালানো হলেও তার বাস্তব প্রয়োগ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসফল। এছাড়াও শিশুদের উপর বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন তো চলছেই, সংবাদপত্রের পাতায় একটি সদ্যোজাত অথচ পরিত্যক্ত শিশুর সন্ধান আমরা নিশ্চিত পাবই, বাল্যবিবাহ, শিশু ও নাবালিকাদের যৌন লালসার শিকার হওয়ার ঘটনাও নিয়মিত, এছাড়াও কন্যা শিশু হত্যা বা কন্যাভ্রূনহত্যা আজও কমেনি। যতই আমরা মনে করি এই দেশ সুনিতা উইলিয়ামসের মত মেয়েদের দেশ - তা স্বপ্নদৃশ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই সামাজিক সংগঠনের আন্দোলনগুলিকে আরো সংগঠিত ও একত্রিত হতে হবে ও সোচ্চার হতে হবে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা দপ্তর শিক্ষা অধিকার আইনকে মাথায় রেখে বেশ কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, সেগুলির কিছু সংক্ষিপ্ত রূপ তুলে ধরা হল। বিশেষত ধারাবাহিক নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ণ বা CCE বিষয়ক কিছু তথ্য ও লেখা এই সংখ্যার বিশেষ নিবেদন।

ওয়েবেনের জেলা দলগুলি স্থানীয়ভাবে কাজ করতে গিয়ে বেশ কিছু ঘটনার বা সমস্যার সম্মুখীন হন এবং সেগুলি নিজ নিজ উদ্যোগে সমাধান করার চেষ্টা করেন, এই সংখ্যায় পাঠকগণ সেগুলির কিছু উল্লেখ পাবেন। এছাড়াও অন্যান্য বিভাগ তো রয়েছেই।

পাঠকদের কাছে অনুরোধ আপনারা আপনাদের মতামত পাঠিয়ে পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করুন এবং আপনাদের কোনও লেখা বা কোনও তথ্য/ঘটনা আমাদের দপ্তরে পাঠান, যা অন্যদের উদ্বুদ্ধ করবে।

নতুন বছরে সকলে ভাল থাকবেন।

নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন সম্বন্ধে কিছু কথা

অতনু সাঁই

বিদ্যালয়ে গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় 'মূল্যায়ন' শব্দটি শুনলেই 'পরীক্ষা' কথাটি প্রথমে মনে আসে। নানান পরীক্ষা সাপ্তাহিক, মাসিক, ষান্মাসিক অথবা বাৎসরিক। আরও সুনির্দিষ্ট ভাবে বললে ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা দেওয়া বা তাদের পরীক্ষা নেওয়ার কথাই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। পরীক্ষা শব্দটির সঙ্গে আবার ভয়, শঙ্কা, উৎকন্ঠা, নম্বর, পাশ-ফেল ও প্রতিযোগিতার মতো শব্দগুলি সম্পর্কে অত্যন্ত ঘনিষ্ট। যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে তার মূল্যায়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যক একটি বিষয়, শিক্ষাও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু মূল্যায়ণের নাম করে প্রথাগত শ্রেণিকক্ষে শুধু পরীক্ষাই নেওয়া হয়। পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে কী জানার চেষ্টা করা হয়? ছাত্র-ছাত্রী কী এবং কতটা শিখলো? তারা যা শিখলো তা বাস্তবে কতখানি প্রয়োগ করতে পারবে? ছাত্র-ছাত্রীদের বোধ, স্বতন্ত্র চিন্তা-ভাবনার ক্ষমতা অথবা বিশ্লেষণী ক্ষমতা ইত্যাদি কতখানি তৈরি হয়েছে? না, এসব কিছুই গতানুগতিক পরীক্ষার মাধ্যমে জানা যায় না। বলা ভালো জানার চেষ্টাই কী হয় না পরীক্ষা নেওয়া হয় শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের 'স্মৃতির'। বিভিন্ন বিষয় ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ে অথবা শুনে হুবহু মনে রেখে পরীক্ষার খাতায় লিখে দিতে পারলেই ধরে নেওয়া হয় ' ছাত্র বা ছাত্রীরা শিখেছে। অভিভাবক থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকা সবাই তৃপ্তিপাই এই ভেবে যে শিক্ষার অগ্রগতি ভালোই হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধে বলেছেন - ''না বুঝে বই মুখস্থ করে পাস কি চুরি করে পাস করা নয়? পরীক্ষাগারে বইখানা চাদরের মধ্যে নিয়ে গেলেই চুরি, আর মগজের মধ্যে নিয়ে গেলে তাকে কী বলব? আস্ত-বই-ভাঙা উত্তর বসিয়ে যারা পাস করে তারাই তো চোরাই কড়ি দিয়ে পারানি জোগায়''। যদিও এই উক্তির প্রেক্ষিতে আলাদা, তথাপি একথা বলা যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই স্মৃতি-নির্ভর শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এই প্রসঙ্গ কেন উঠলো তা ব্যাখ্যা করা দরকার। 'শিক্ষা অধিকার আইন - ২০০৯'-এর ২৯ ধারায় ধারাবাহিক সার্বিক মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। নানান স্তরে পাস-ফেল উঠে যাচ্ছে বলে বিতর্কও শুরু হয়েছে। বিতর্কে না ঢুকেও বলা যায়, শুধু মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আধুনিক ব্যবস্থার প্রয়োগ করবো আর শিখন-প্রক্রিয়ার অন্যান্য বিষয়গুলি যেমন ছিল তেমন থাকবে, তাহলে অত্যন্ত আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাও ব্যর্থ হতে বাধ্য। অর্থাৎ মূল্যায়নকে বিচ্ছিন্ন একটি বিষয় হিসাবে দেখলে চলবে না, শ্রেণিকক্ষের শিখন পরিবেশ, শিখন-প্রক্রিয়া, পাঠ্যপুস্তকসহ অন্যান্য শিখন সামগ্রী, শিখনের গতি-প্রকৃতি এই সবকিছুর সঙ্গে মূল্যায়নকে বিচার করতে হবে। কাজেই বলা যায় নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ণের সফল প্রয়োগ করতে হলে শ্রেণিকক্ষের শিখন-প্রক্রিয়ার পরিবর্তন আগে প্রয়োজন। শ্রেণিকক্ষের শিখন-প্রক্রিয়া যদি শিক্ষক-শিক্ষিকার ভাষন ভিত্তিক হয়, মুখস্থবিদ্যা ও স্মৃতিনির্ভরতার উপর ছাত্র-ছাত্রীদের ভরসা করতে হয়, তাহলে তার মূল্যায়নও অবশ্যম্ভাবীভাবে পরীক্ষা-কেন্দ্রিক হতে বাধ্য। শ্রেণিকক্ষের শিখন-প্রক্রিয়া যদি আলাপ-আলোচনা ভিত্তিক এবং নানান কর্ম-কৃত্যালি কেন্দ্রিক হয় তাহলে তা ছাত্র-ছাত্রীদের পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে জ্ঞান নির্মাণে সহায়তা করে, তাদের বোধ, স্বাধীন-চিন্তা, সৃজনী-ক্ষমতা, বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা ইত্যাদির বিকাশের মাধ্যমে তাদের বাস্তব সমস্যা সমাধানে উদ্বুদ্ধ করে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে গতানুগতিক ব্যবস্থার বাইরে বের হওয়া সম্ভব। 'জ্ঞান' সম্বন্ধে ধারণা ও বিশ্বাস শ্রেণিকক্ষের সমগ্র শিখন-প্রক্রিয়াই শুধু নয় পাঠক্রমের বিভিন্ন দিক নির্ভর করে। মূল্যায়ণ ব্যবস্থার সঙ্গেও এর অবশ্যম্ভাবী যোগ রয়েছে। 'জ্ঞান'-কে যদি 'পরম', নিশ্চিত', 'অপরিবর্তনীয়', 'আগে থেকে তৈরি' এবং 'ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল নয়' এমন একটি বিষয় হিসাবে ভাবা হয়, তবে খুব স্বাভাবিক ভাবেই 'আগে থেকে তৈরি' 'জ্ঞানকে হস্তান্তর, ভুল বললাম, 'মগজান্তর' করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। অন্যের কাছ থেকে পাওয়া 'জ্ঞান মুখস্থ করে মনে রাখাই কাজ। কাজেই এই পরিস্থিতিতে স্মৃতিশক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হবে এটাই স্বাভাবিক। এইক্ষেত্রে শ্রেণি-শিখনে যেমন ভাষণ পদ্ধতির উপর জোর দেওয়া হবে, তেমনি তার মূল্যায়নও হবে স্মৃতিশক্তি বিচারের মধ্যে দিয়ে।

অপরপক্ষে, যদি বিশ্বাস করা হয় যে প্রতিটি শিশু তার পূর্বজ্ঞান বা অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে নিজের মতো করে জ্ঞান- নির্মান করে, 'জ্ঞান আগে থেকে তৈরি হয়ে থাকা কোনো বিষয় নয়, বরং এটি একটি সতত গতিশীল বিষয়, তাহলে শ্রেণিকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের নানান কর্ম-কৃত্যালী, পরস্পরা আলাপ-আলোচনা ও যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে শেখার সুযোগ যেমন দেওয়া হবে তেমনি জোর দেওয়া হবে নানান ভাবে, নানান পদ্ধতিতে মূল্যায়নের উপর। কাজেই একথা বলা, 'নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন'কে সফলভাবে রূপায়িত করতে হলে শ্রেণিকক্ষের শিখন-প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনা আগে প্রয়োজন। 'নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন' বলতে আমরা কী বুঝি? মনে করা যাক, প্রতিটি বিষয়ের শিখন-সামর্থ্য গুলি চিহ্নিত করা হলো। এবার প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রী যাতে ' শিখন-সামর্থ্যগুলি অর্জন করতে পারে তার জন্য নানান কর্ম-কৃত্যালির প্রয়োগ যেমন করা হবে তেমনি প্রতিটি পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীদের শিখন অগ্রগতির একটি পরিষ্কার চিত্র শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছে থাকবে। ছাত্র-ছাত্রী কী কী সামর্থ্য অর্জন করেছে, আর কাদের সামর্থ্য অর্জনে কী কী অসুবিধা হচ্ছে, কেন অসুবিধা হচ্ছে তাও বোঝা যাবে। কাদের সামর্থ্য অর্জনে বেশি সময় লাগছে, কেন বেশি সময় লাগছে তাও এই মূল্যায়ন পদ্ধতির দ্বারা জানা সম্ভব। মনে করা যাক শ্রেণিকক্ষে ঋণাত্বক সংখ্যার ধারণা দেওয়ার জন্য বেশ কিছু কর্ম-কৃত্যালি পরিচালনা হলো, এবারে

৩-এর পাতায়

২ পাতার পর..... ছাত্র-ছাত্রীরা এই সামর্থ্যটি অর্জন করেছে কিনা তা শিক্ষক-শিক্ষিকা নানা ভাবে মূল্যায়ণ করতে পারেন। কর্ম-কৃত্যালি চলাকালীন পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে শিক্ষক এই কাজ করতে পারেন, সংখ্যারেখার চিত্র এঁকে সেখানে কয়েকটি সংখ্যাকে চিহ্নিত করতে দিয়ে অথবা ছোট্ট একটি লিখিত পরীক্ষাও নিতে পারেন। যেভাবেই এই মূল্যায়ন করা হোক না কেন ছাত্র-ছাত্রীদের শিখন-অগ্রগতির একটি চিত্র যেমন পাওয়া যাবে তেমনি শিখন-দূর্বলতাগুলিও চিহ্নিত করা সম্ভব হবে। কিন্তু এই মূল্যায়নের দ্বারা শুধু শিখন অগ্রগতি বা সমস্যার খতিয়ানই পাওয়া যাবে তা নয়, ভবিষ্যত অগ্রগতির পরিকল্পনা করার জন্যেও এটি সাহায্য করবে। অর্থাৎ একথা বলা যেতে পারে 'নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন' এমন একটি ব্যবস্থা যা বিদ্যালয় পরিসরে ছাত্র-ছাত্রীদের চালিত করতে হবে। এই মূল্যায়ন ব্যবস্থার বৌদ্ধিক (বিষয় ভিত্তিক) ও সং-বৌদ্ধিক (সামাজিক গুণাবলী, আগ্রহ, মানসিকতা, মূল্যবোধ) উভয় দিকেরই অগ্রগতির চিত্র পাওয়া যায়।

নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের জন্য নানা পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে - ছবি আঁকা, গল্প বলা, নাটক, খেলা, চার্ট তৈরি করতে দেওয়া, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, প্রকল্প তৈরি, বিতর্ক-সভা ইত্যাদি। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য বিদ্যালয়ে একটি তথ্যপঞ্জি সংরক্ষণ করতে হবে। যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বন্ধে নানা তথ্য যেমন থাকবে তেমনি তাদের শিখন-অগ্রগতির খতিয়ানও থাকবে, থাকবে তাদের হাতের কাজের ও অন্যান্য কাজের নমুনা। ছাত্র-ছাত্রীদের শক্তি, দুর্বলতা, আগ্রহ এসবের কথাও এখানে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে। এই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তথ্য সংরক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ছাত্র-ছাত্রীদের শিখন অগ্রগতির খতিয়ান কেমনভাবে রাখা হয় তার একটি নমুনা এখানে পেশ করা হলো -

পরিশেষে একথা বলা যায় যে শিক্ষার লক্ষ্য যদি ছাত্র-ছাত্রীদের সর্বাঙ্গীন বিকাশ-সাধন হয়, তবে সেই সর্বাঙ্গীন বিকাশের লক্ষ্যে কতদূর পৌঁছানো গেছে তার মূল্যায়নও সর্বাঙ্গীন বা সামগ্রিকভাবে হওয়া উচিত। আর সেখানেই নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা। এই মূল্যায়ন ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সামগ্রিক বিকাশের চিত্রটি দেখতে পাওয়া যায়। তাদের শিখন সংক্রান্ত শক্তি-দূর্বলতা সবকিছু চিহ্নিত করে ভবিষ্যতের পরিকল্পনাও করা যায়। তাই এই ব্যবস্থায় শুধু সাফল্যই সূচিত হয়, অসাফল্য নয়। শিশুদের চাপমুক্ত এবং ভারমুক্ত মনে শেখার সুযোগ ঘটে।

শিখন সামর্থ্য	ছাত্র-ছাত্রীদের নাম					
	কবিতা	জুঁই	অরফত	রিজিয়া	নবীন	মন্তব্য
মূলদ ও অমূলদ সংখ্যার ধারণা			☺	😐	😐	
ঋণাত্বক সংখ্যার ধারণা	😐		😐		☹	
বর্গমূলের ধারণা		☺	☹			

ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের রাজ্যস্তরীয় সাধারণ পরিষদের সভা

ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরাম তার প্রথম রাজ্যস্তরীয় সাধারণ পরিষদের সভার আয়োজন করে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ ১৮ অক্টোবর, ২০১২। সভায় পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি নেটওয়ার্ক, সংগঠন, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতেই স্বাগত ভাষণ দেন ফোরামের অন্যতম আহ্বায়ক ম: ইসরাফিল, তিনি সভা পরিচালনার জন্য এনসিপিসিআর-এর রাজ্য পরামর্শদাতা শ্রী প্রবীর বসুকে দায়িত্ব দেন। শ্রী বসু তাঁর বক্তব্যে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা, রাজ্য তথা ভারতে শিক্ষা অধিকার আইনের সাম্প্রতিক অবস্থা, শিশু শ্রমিকদের অবস্থা এবং শিশু অধিকার সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য দেন। এরপর ফোরামের অন্যতম আহ্বায়ক শ্রী স্বপন পন্ডা ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইট টু এডুকেশন ফোরামের সৃষ্টির প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। তিনি জানান যে ফোরাম ইতিমধ্যেই তার নিজস্ব সংবিধান তৈরি করেছে এবং তিনি সংক্ষেপে এই সংবিধান আলোচনা করেন। এতে অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের মূল্যবান মতামত দেন এবং সংবিধানটি চূড়ান্ত রূপ পায়। সংবিধান অনুসারে ফোরামের পরিকাঠামো তৈরি হয়। ফোরামের সাধারণ পরিষদে নিম্নলিখিত নেটওয়ার্কগুলির প্রতিনিধিরা থাকবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় - ১) স্টেট এডুকেশন চ্যাপ্টার ২) ক্যাম্পেন এগেনস্ট চাইল্ড লেবার ৩) ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক ৪) রাইট টু ফুড ৫) গৃহ অধিকার মঞ্চ ৬) মুর্শিদাবাদ এনজিও ফোরাম ৭) হাঙ্গার ফ্রি ক্যাম্পেন ওয়েষ্ট বেঙ্গল ৮) কলকাতা এনজিও ফোরাম ফর স্ট্রীট চিল্ড্রেন এবং দুটি সম্পদ সংগঠন - ১) সেভ দ্য চিল্ড্রেন ২) অ্যাকশন এইড।

এরপর শ্রী পন্ডা জানান ফোরাম তিন বছরের জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছে এবং তিনি মতামতের জন্য পরিকল্পনাটি পরিবেশন করেন এবং শ্রী প্রবীর বসু এই পর্বে আরো কিছু মন্তব্য সংযোজন করেন। এরপর অংশগ্রহণকারীরা আরো বেশ কিছু কর্মসূচী সংযোজন করেন এবং পরিবেশিত পরিকল্পনাটিতে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের জন্য মতামত দেন। ঠিক হয় আগামী নভেম্বরে পরবর্তী সভার আয়োজন করা হবে এবং রাজ্য সম্পাদকমন্ডলী গঠন করা হবে। এইদিন বেশ কিছু সংগঠন ফোরামের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার কাজ শেষ করা হয়।

শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে কর্মশালা

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে কর্মশালা - উত্তর দিনাজপুর

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে কর্মশালা গত ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২ উত্তর দিনাজপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে জেলা কার্য্যালয়ে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে নিবিড় প্রচার কর্মসূচীর প্রাক প্রস্তুতি হিসেবে এই কর্মশালায় শিক্ষা অধিকার আইন, প্রচারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কিভাবে প্রচার করা হবে, প্রচার থেকে কি আশা করা হচ্ছে তা বিশদে আলোচনা করা হয়। এ দিনের কর্মশালায় কালিয়াগঞ্জ ব্লকের স্বনির্ভর দলের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। সদস্যরা প্রত্যেকেই এক একটি গ্রামে প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কর্মশালায় জেলা আহ্বায়ক কবিতা দাস প্রচারের ইতিবাচক অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। কর্মশালা পরিচালনা করেন রাজ্য সঞ্চালক।

স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে কর্মশালা - বাঁকুড়া জেলা

গ্রামস্তরে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে নিবিড় প্রচার কর্মসূচির জন্য যে সকল স্বেচ্ছাসেবক ও ব্যক্তি দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তাঁদের জন্য গত ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১২ বাঁকুড়া জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এদিনের কর্মশালায় বিদ্যালয়ের বাস্তব পরিস্থিতি, শিক্ষা অধিকার আইন, রাজ্য নিয়মাবলী, গ্রামস্তরে প্রচারের উদ্দেশ্য, প্রচার কাজের নানা দিক, প্রচার কাজ থেকে প্রত্যাশা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। বাঁকুড়া জেলায় যে ৫টি গ্রামে এই প্রচার কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেই গ্রাম থেকেই স্বেচ্ছাসেবকরা উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালায় জেলা আহ্বায়ক সুভাষ মাঝি এবং রাজ্য সঞ্চালক উপস্থিত ছিলেন। কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয় কাটজুড়ি ডাঙ্গায় উইমেন অ্যাসোসিয়েশন ফর রাইটস এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর কার্য্যালয়ে।

মালদহ জেলা

মালদহ জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে নিবিড় প্রচার কর্মসূচির জন্য ১৫টি গ্রাম নির্বাচিত করা হয়েছে। যেসব গ্রামে এই প্রচার কাজ চলবে সেই সকল গ্রামের জন্য নির্বাচিত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের নিয়ে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল গত ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০১২। কর্মশালায় শিক্ষা অধিকার আইন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পাশাপাশি, গ্রামস্তরে প্রচারের উদ্দেশ্য, প্রচার থেকে প্রত্যাশা ও প্রচার কাজ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়। কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ অ্যাকশন নাগরিক কমিটির কার্য্যালয়ে।

হুগলি জেলা

হুগলি জেলা কমিটির পক্ষ থেকে মোট পাঁচটি গ্রামে প্রচার কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়েছে। গত ১০ সেপ্টেম্বর এই গ্রামের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয় মাখলা মুক্তধারার কার্য্যালয়ে। কর্মশালার শুরুতেই ওয়েবেন সম্পর্কে এবং এই কর্মশালার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করেন জেলা আহ্বায়ক শ্রী তপন কুমার দাস। পরিচয় পর্বের পরে শিক্ষার বাস্তব পরিস্থিতির বেশ কিছু উদাহরণ তুলে ধরেন অংশগ্রহণকারীরা। এরপর রাজ্য সঞ্চালক শিক্ষা অধিকার আইন ও রাজ্য নিয়মাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এরসঙ্গে নিবিড় গ্রাম প্রচার কর্মসূচির বিভিন্ন স্তরের কাজ, কি কি ফলাফল আশা করা হচ্ছে এবং এর উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন। এরপর নির্বাচিত গ্রামগুলিতে কিভাবে কাজ হবে তার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। শেষে মাখলা মুক্তধারার সম্পাদক শ্রী মলয় কুমার সেন তাঁর গুরুত্বপূর্ণ মতামত ব্যক্ত করেন।

উত্তর ২৪ পরগণা

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে বাদুরিয়া, দেগঙ্গা, হাড়োয়া ও হাবরা-২ থেকে ১৬ জন স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে ১৪ সেপ্টেম্বর শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ক একটি ধারণা বৃদ্ধির কর্মশালার আয়োজন করা হয় আটঘরা হাইস্কুলে। পরিচয় পর্বের পের জেলার আহ্বায়ক শ্রী সমীর বিশ্বার এই কর্মশালার উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সংক্ষেপে বক্তব্য রাখেন। এরপর রাজ্য সঞ্চালক শিক্ষা অধিকার আইন ও রাজ্য নিয়মাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং তাঁরাও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন। এরপর তিনি কর্মসূচির উদ্দেশ্য, কিভাবে কাজ করতে হবে সে বিষয়ে আলোচনা করেন। এরপর নির্বাচিত গ্রামগুলিতে কিভাব কাজ হবে তার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

উত্তর ২৪ পরগনা জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের উদ্যোগে বসিরহাট-১, হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি-২, হাসনাবাদ ইত্যাদি ব্লকের স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য শিক্ষা অধিকার আইন বিষয়ে দ্বিতীয় কর্মশালার আয়োজন করা হয় বিভি নিউজের কার্য্যালয়ে। গত ২২ সেপ্টেম্বর আয়োজিত এই কর্মশালায় উপরোক্ত ব্লক থেকে আসা বিভিন্ন সংগঠন ও স্বনির্ভর গোষ্ঠির সদস্যসহ ২২ জন প্রতিনিধি অহশগ্রহণ করেন, যারা নিবিড় গ্রাম প্রচার কর্মসূচীতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবেন। পরিচয়পর্বের পরে জেলার আহ্বায়ক শ্রী সমীর বিশ্বাস এই কর্মশালার উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সংক্ষেপে বক্তব্য রাখেন। এরপর রাজ্য সঞ্চালক শিক্ষা অধিকার আইন ও রাজ্য নিয়মাবলী এবং এরসঙ্গে কি কি বিষয় দেখলে আইন লঙ্ঘন হচ্ছে বলে বোঝা যাবে এবং অভিযোগ জানানোর বিস্তারিত পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। এরপর জেলা আহ্বায়ক এই কর্মসূচীর আয়োজনের কারণ, গ্রামস্তরের কাজ ও কি কি ফলাফল আশা করা হচ্ছে এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করেন। উপস্থিত প্রতিনিধিরা তাদের বাস্তব কিছু অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। এরপর নির্বাচিত গ্রামগুলিতে কিভাবে কাজ হবে তার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

এই জেলার আর একটি কর্মশালা আয়োজিত হয় ২৮ সেপ্টেম্বর বিথারী দিশার কার্য্যালয়ে। এই কর্মশালায় গাইঘাটা, বনগাঁ, বাগদা, হাবরা-২, বসিরহাট-২, স্বরূপনগর ব্লক থেকে মোট ২৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন সভার শুরুতেই স্বাগত ভাষন দেন জেলা আহ্বায়ক শ্রী সমীর বিশ্বাস। এরপর উপস্থিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে যারা ওয়েবেনের পূর্ববর্তী কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা তাদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। রাজ্য সঞ্চালক শিক্ষা অধিকার আইন ও রাজ্য নিয়মাবলী এবং এর সঙ্গে কি কি বিষয় দেখলে আইন লঙ্ঘন হচ্ছে বলে বোঝা যাবে এবং অভিযোগ জানানোর বিস্তারিত পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং সেগুলি নিয়ে আলোচনা হয়। রাজ্য সঞ্চালক কর্মসূচির উদ্দেশ্য ও কিভাবে কাজ করতে হবে সে বিষয়ে আলোচনা করেন। এরপর নির্বাচিত গ্রামগুলিতে কিভাবে কাজ হবে তার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।

মুর্শিদাবাদ জেলা

গ্রামস্তরে নিবিড় প্রচার কর্মসূচির জন্য মুর্শিদাবাদ জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক ১৫টি গ্রাম নির্বাচন করেছে। প্রচার কর্মসূচির জন্য নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীদের জন্য গত ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০১২ বহরমপুর শহরে অবস্থিত মারফৎ কার্যালয়ে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। শিক্ষা অধিকার আইন, প্রচার কর্মসূচির উদ্দেশ্য, প্রচার কাজ, স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করেন ওয়েবেন-এর রাজ্য সঞ্চালক।

বর্ধমান জেলা

বর্ধমান জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক নিবিড় গ্রাম প্রচার কর্মসূচীর জন্য ১৫টি গ্রাম নির্বাচিত করেছে। এই প্রচার কর্মসূচির জন্য নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মীদের নিয়ে শিক্ষা অধিকার বিষয়ক ও কর্মসূচির পরিকল্পনা বিষয়ক একটি ধারণাবৃদ্ধির কর্মশালার আয়োজন করা হয় কুসুমগ্রাম শিশু মন মডেল বিদ্যালয়ে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর আয়োজিত এই কর্মশালায় শিক্ষা অধিকার আইন, প্রচার কর্মসূচির উদ্দেশ্য, প্রচার কাজ, স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করেন ওয়েবেন-এর রাজ্য সঞ্চালক। এছাড়াও অংশগ্রহণকারীরা তাদের মতামত ব্যক্ত করেন ও বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

গ্রামস্তরের সভা

হুগলি জেলা গ্রামস্তরের নিবিড় প্রচার কর্মসূচির অন্যতম অংশ হিসেবে হুগলি জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্ক দুটি গ্রামসভার আয়োজন করে ২৯ সেপ্টেম্বর। প্রথম সভাটি আয়োজিত হয় কাপাসহাঁরিয়া অক্ষয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। ওইদিন বিদ্যাসাগরের জন্মদিবস তথা মাতৃ সচেতনতা দিবস পালনের জন্য বিদ্যালয়ের অভিভাবক-অভিভাবিকা, পঞ্চায়েত প্রধান, শিক্ষক, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভার সভাপতি হন প্রাক্তন শিক্ষক শ্রী সুনীল কুমার মুখার্জী। স্বাগত ভাষণ দেন জেলা নেটওয়ার্কের আহ্বায়ক তথা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী তপন কুমার দাস। তিনি তাঁর বক্তব্যে এই সভার উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার বর্তমান অবস্থান তুলে ধরেন। পঞ্চায়েত প্রধান শ্রী তারকনাথ মাঝি বিদ্যালয় ছুট রোধ *৫-এর পাতায়*

৪-এর পাতায়.... করার জন্য মানুষের ভূমিকার কথা বলেন। এরপর শিক্ষা অধিকার আইন ও ওয়েবেনের কর্মসূচী নিয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্য সঞ্চালক। এরসঙ্গে এই গ্রাম প্রচার কর্মসূচির পরিকল্পনাগুলিও আলোচনা করা হয়।

জেলা কমিটির সভা

গত ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১২ উত্তর দিনাজপুর জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের জেলা কমিটির সভার অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিগত সভার কার্য্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন, বিগত সভার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে কর্মশালার প্রতিবেদন, রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সভার প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা করা হয়। এদিনের সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আগামী ২ অক্টোবর, ২০১২ থেকে প্রচার অভিযানের কাজ শুরু হবে। অভিভাবকদের সভা অনুষ্ঠিত হবে জেলায় প্রচার কর্মসূচির জন্য নির্বাচিত গ্রামগুলির কয়েকটিতে। তার আগে পঞ্চায়েত প্রধানদের প্রচার কর্মসূচির বিষয়ে চিঠি দিয়ে সহযোগিতার জন্য আবেদন জানানো হবে। এদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন ভারতী সরকার। উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গের সঞ্চালক শুভেন্দু কুন্ডু।

নিবিড় প্রচার কর্মসূচির জন্য গ্রাম চিহ্নিত করণ

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর পক্ষ থেকে রাজ্য জুড়ে শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে গ্রামস্তরে যে নিবিড় প্রচার কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, সে জন্য বাঁকুড়া জেলা এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে মোট ৫টি গ্রাম চিহ্নিত করা হয়েছে। গত ৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২ বাঁকুড়া শহরের কাটজুড়ি ডাঙ্গা মোড়ে অবস্থিত উইমেন অ্যাসোসিয়েশন ফর রাইটস্ এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর কার্যালয়ে জেলা সম্পাদকমন্ডলীর সভায় এই গ্রাম চিহ্নিত করা হয়। সভার শুরুতে ওয়েবেন-এর সংশোধিত সংবিধান, রাজ্য সাধারণ পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত ও প্রচার কর্মসূচি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রচার কর্মসূচিতে যে সকল ব্যক্তি মূল দায়িত্ব পালন করবেন ও অংশগ্রহণ করবেন সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন কার্তিক চন্দ্র পন্ডিত।

শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯-এর বাস্তব পরিস্থিতি - পশ্চিমবঙ্গের দুটি ঘটনা

দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা - জয়নগর - মজিলপুর ব্লকের অন্যতম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় জে.এম. ট্রেনিং স্কুল। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাবর্ষের শুরুতে কোন ফি ছাড়াই বিদ্যালয়ে ভর্তি নেওয়া হয়। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন পরে টাকা নেওয়ার হবে। প্রথম ইউনিট টেস্টের পর বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নোটিশ দিয়ে ৭০০ টাকা দাবি করেন। ওয়েবেনের একজন সদস্যার পুত্র এই বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র। এই সদস্যা (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষ ও প্রধান শিক্ষকের কাছে গিয়ে শিক্ষা অধিকার আইন ও রাজ্য নিয়মাবলীর ভিত্তিতে প্রতিবাদ জানান। এরপর আলোচনার পর ঠিক হয় ২৪০ টাকা দিতে হবে। তিনি এই টাকা দেন এবং রসিদও সংগ্রহ করেন। এছাড়াও আশেপাশের অভিভাবকদেরকেও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে ২৪০ টাকা করেই ফি নেওয়া হবে। তবে সবার ক্ষেত্রে একই ঘটনা ঘটেনি, অনেকেই ৭০০ টাকা দিয়েছেন এবং টাকা এখোনো ফেরৎ পাননি। অর্থাৎ সচেতনভাবে অথবা সচেতনতার অভাবে বিদ্যালয়গুলি এখোনো শিক্ষা অধিকার লঙ্ঘন করে যাচ্ছে - যা আদপে শিশুদেরকেই তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে। এই ধরনের ঘটনা দাবি করে আইনের ব্যাপক প্রচার ও সচেতনতা বাড়ানো এবং তার সঙ্গে আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য উদ্যোগি হওয়া।

পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরি-২ নং ব্লকের জনকা পঞ্চায়েতে শ্যামপীর লক্ষ্মীপ্রিয়া প্রাইমারি বিদ্যালয়ের একটি ঘটনার কথা পত্রিকায় তুলে ধরা হচ্ছে। এই বিদ্যালয়ের সামনে প্রায় সব সময় জল জমা হয়ে থাকে এবং বিদ্যালয়ের বারান্দাও নোংরা অবস্থায় পড়ে থাকে। স্থানীয় মানুষ প্রধান শিক্ষককে বহুবার বলা সত্ত্বেও তিনি কোন ব্যবস্থা নেননি। এছাড়াও এস.আই খেজুড়ি-২ কাছে মৌখিকভাবে বলা হয়েছে, তিনি থানায় যাবার পরামর্শ দিয়েছেন। এরপর বিডিওকেও আবেদন করা হয়, ওয়েবেনের ব্লক নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে। এরপর স্থানীয় পঞ্চায়েত এবং ব্লক সদস্যদের উদ্যোগে এই সমস্যার সমাধান হয়েছে। এই ঘটনা শিক্ষা অধিকার আইন লাগু হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়ের বর্তমান অবস্থার একটি ছোট্ট চিত্র মাত্র!

ওয়েবেনের রাজ্যস্তরীয় অনুসন্ধান দলের কর্মশালা

প্রতিদিন ঘটে যাওয়া ক্রমবর্ধমান শিশু অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ওয়েবেনের সদস্যদের চিন্তাগ্রিত করে। ওয়েবেন বেশ কয়েকটি ঘটনাস্থলে ছোট দল পাঠিয়ে প্রাথমিকভাবে অনুসন্ধান চালায়। এইসময় রাজ্যস্তরীয় একটি অনুসন্ধান দলের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং ওয়েবেনের রাজ্য কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে জেলার উপযুক্ত সদস্যদের দিয়ে একটি অনুসন্ধান দল গঠন করা হবে এবং সেখানে অন্যান্য সংগঠনের প্রতিনিধিরাও থাকবেন।

এই অনুসন্ধান দলের ধারণাবৃদ্ধির জন্য একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয় ১৭ অক্টোবর, আই.আই.টি.ডি-তে। এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, বাঁকুড়া, বর্ধমান, উত্তর দিনাজপুর, মালদা জেলা থেকে আগত প্রায় ১২ জন প্রতিনিধি। এই কর্মশালা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন ক্রাই-এর পক্ষ থেকে শ্রী সত্য গোপাল দে, শ্রী কিংশুক ভট্টাচার্য্য, শ্রী প্রতীক ব্যানার্জি, শ্রী জিতেন্দ্র রথ। এছাড়াও ওয়েবেনের পক্ষ থেকে শ্রী স্বপন পন্ডা এই সভায় তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কর্মশালাটি সমৃদ্ধ করেন এবং ক্রাই ফেলো এবং প্রতিদিন পত্রিকার সাংবাদিক শ্রী গৌতম ব্রহ্ম তাদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। কর্মশালার প্রারম্ভে শ্রী কিংশুক ভট্টাচার্য্য এবং ওয়েবেনের রাজ্য আহ্বায়িকা শ্রীমতি দিপালী নন্দী এই কর্মশালার উদ্দেশ্য ও প্রেক্ষাপট সংক্ষেপে বলেন। এরপর পরিচয় পর্বের পরে মূল আলোচনা শুরু হয়।

প্রথমেই ওয়েবেনের নিবিড় গ্রামপ্রচার কর্মসূচীর অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হয়। অংশগ্রহণকারীদের পক্ষ থেকে শ্রী রবিশঙ্কর রায় তাঁর বক্তব্য রাখেন। অনুসন্ধান করা বা Fact Finding-এর সংজ্ঞা এবং তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন শ্রী সত্যগোপাল দে। সত্য অনুসন্ধান করতে হলে কি কি বিষয় মাথায় রাখতে হবে এবং কিভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে - তার প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন এবং অংশগ্রহণকারীরাও তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। এরপর অনুসন্ধান দল রিপোর্ট লেখার সময় কি কি প্রক্রিয়া অবলম্বন করবেন সে বিষয়েও তিনি আলোচনা করেন।

এরপর শ্রী গৌতম ব্রহ্ম তাঁর অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন এবং কোন কোন ঘটনার জন্য অনুসন্ধান করা যাবে এবং নাগরিক সমাজে এর প্রভাবের কথা তুলে ধরেন। এরসঙ্গে প্রশাসনিক স্তরে এই ধরণের রিপোর্ট কিভাবে ওকালতির কাজে লাগানো যায় সে বিষয়ে তিনি বেশ কিছু উদাহরণের মাধ্যমে আলোচনা করেন। কোন কোন বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে সে বিষয়েও তিনি বক্তব্য রাখেন।

শ্রী স্বপন পন্ডার পরিচালনায় খোলাখুলি আলোচনার মাধ্যমে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উঠে আসে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য - অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য, নিয়মনীতি, প্রক্রিয়া, তথ্য, রিপোর্টিং, দলের কাঠামো প্রভৃতি। *৬ পাতায় দেখুন*

নিবিড় প্রচার কর্মসূচীতে গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা

শিশু শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে নিবিড় গ্রাম প্রচার কর্মসূচীতে যুক্ত হয়েছেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের, অভিভাবকদের,ছাত্র-ছাত্রীদের অংশ গ্রহণ দেখা গেছে, কিন্তু পঞ্চায়েত স্তরে সদস্য-সদস্যা এমন কি গ্রাম সংসদের ভূমিকা নিয়ে প্রশংসার দাবী রাখে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রাম প্রধান, সদস্য-সদস্যা, গ্রাম উন্নয়ন কমিটির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে চলেছেন, যেমন নাম করা যেতে পারে এগরা ব্লকের বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত, রামনগর-২ ব্লকের বালিসাই গ্রাম পঞ্চায়েত, খেজুরী-১ নং ব্লকের হেঁড়িয়া গ্রাম: প: দেশপ্রাণ ব্লকের প: সমিতি সহ বসন্তিয়া, ধোবাবেড়া, সরদা, দারিয়াপুর, ভগবানপুর-১ ব্লকের ২-৩টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভূমিকা ভালো থাকলেও সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতা ওয়েবেনে প্রশংসার দাবী রাখে ময়না ব্লকের নৈছনপুর গ্রাম পঞ্চায়েত। গত ১৮ নভেম্বর ২০১২ রবিবার কালিকাদাঁড়ি গ্রাম প্রচারের দিন পঞ্চায়েতের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সদস্য বিষ্ণুপদ সাঁতরা। গ্রাম উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক শৈলেন দাস, প্রা: বি: প্রধান শিক্ষক ক্ষিতিশচন্দ্র পানিগ্রাহী, প্রমুখ। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কলেজ ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ, বিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের সহ SHG-এর সদস্যদের অংশগ্রহণ প্রশংসার দাবী রাখে। এছাড়া গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরামর্শ এবং অংশগ্রহণ ওয়েবেনের নিবিড় গ্রাম প্রচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছেন।

পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে পুষ্প স্তবক দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন উদ্বোধক এবং জেলা মঞ্চের আহ্বায়ক সমর বরন মান্না মহাশয়কে। পঞ্চায়েতের বক্তব্য হচ্ছে আমরা যা পারিনি (সরকারী নির্দেশ এবং আর্থিক সহায়তা থাকা সত্ত্বেও) আপনারা তা বাস্তবে করে দেখালেন। আমাদের কাজ আপনারা করছেন, তথ্য সংগ্রহ করে আমাদের কাজকে সহজ করে দিচ্ছেন, তাই আপনাকে এবং ওয়েবেনকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রচারে অংশগ্রহণ করেছেন মোট ৫৪জন, সকলের আতিথেয়তার ও দায়িত্ব নিয়েছেন গ্রামবাসী এবং গ্রামের নির্বাচিত সদস্য। ২৫৮টি পরিবার থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বাড়ী বাড়ী প্রচারপত্র দেওয়া হয়েছে। পোস্টার লাগানো হয়েছে ৪২টি, পথসভা হয়েছে ১৫টি জায়গায়। বিদ্যালয়ের (৩টি) তথ্য সংগ্রহ হয়েছে। মোট বিদ্যালয় ছুট সংগ্রহ হয়েছে ৫ জন। তাদেরও ভর্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, পরবর্ত্তীকালে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে মহকুমা স্তরে দাবীপত্র পেশ করার জন্য ৯ জনের কমিটি গঠন করা হয়েছে। দায়িত্বে আছেন গ্রাম কমিটির আহ্বায়ক, সার্বিকভাবে পরিচালনা করছেন ওয়েবেনের পক্ষে ময়না ব্লক কমিটির আহ্বায়ক শ্রী দুলাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য। এই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা অন্যান্য পঞ্চায়েতকে উদ্বুদ্ধ করবে, ওয়েবেন তথা পূর্ব মেদিনীপুর জেলা মঞ্চও দাবী করে।

রাজ্য সাধারণ পরিষদের সভা

ওয়েবেনের রাজ্য সাধারণ পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হয় গত ২০-২১ নভেম্বর, আই আই টি ডি-তে। এই সভার মূল আলোচ্য বিষয় ছিল নিবিড় গ্রাম প্রচার কর্মসূচী সম্পর্কিত আলোচনা, মিড-ডে মিল নিয়ে সমীক্ষা এবং ওয়েবেনের রাজ্য অনুসন্ধান দলের জন্য আয়োজিত কর্মশালার রিপোর্ট ইত্যাদি। এই সভায় প্রত্যেক জেলা থেকে আসা প্রতিনিধিরা এখোনো পর্যন্ত সংঘটিত হওয়া গ্রাম প্রচার কর্মসূচীর রিপোর্ট পেশ করেন। এরপর পরবর্তী পর্যায়ের গ্রাম প্রচারের অন্যান্য কর্মসূচীগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় স্থির হয় যে জেলাগুলিতে এই সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং পরিকল্পনাগুলি আবার পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। রাজ্য সাধারণ পরিষদের সভার সিদ্ধান্তগুলি বাঁকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর দিনাজপুর, মালদা, উত্তর ২৪ পরগণা, বর্ধমান, হুগলি ও উত্তরবঙ্গের কমিটিতে আলোচনা করা হয় এবং জেলা নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রশিক্ষকদের জন্য শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে কর্মশালা

সর্ব শিক্ষা অভিযান কলকাতা, ইউনিসেফ এবং কলকাতা কনসালটেন্ট-এর যৌথ উদ্যোগে প্রশিক্ষকদের জন্য শিক্ষা অধিকার আইন নিয়ে গত ৬ এবং ৭ সেপ্টেম্বর, ২০১২ দুদিন ব্যাপী এক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সুবীর শুক্লা। তিনি শিক্ষার উদ্দেশ্য, প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন ইত্যাদি বিষয়ে বিবর্তন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। শিক্ষা অধিকার আইনের ফলে পূর্বের তুলনায় কি কি পরিবর্তন হয়েছে ও আশা করা হচ্ছে যে বিষয়ে উদাহরণসহ আলোচনা করেন। ধারাবাহিক ও সামগ্রিক মূল্যায়ন বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি একে আবশ্যিক বলে ব্যাখ্যা করেন। কর্মশালায় প্রারম্ভিক ভাষণ দেন কলকাতা জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান কার্ত্তিক মান্না। দ্বিতীয় দিন উপস্থিত ছিলেন সর্ব শিক্ষা অভিযানের রাজ্য প্রকল্প অধিকর্তা ছোটেন ধেন্দুপ লামা। তিনি আইন প্রয়োগ বিষয়ে রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। আইন প্রয়োগের বিভিন্ন পর্যায়ে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে শিক্ষা দপ্তরের সাথে কিভাবে সহযোগিতা করা যায়, সে বিষয়েও দলগত আলোচনা হয়। দুদিনের এই কর্মশালায় ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্কের পক্ষে একজন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

ওয়েবেনের অনুসন্ধান দলের জন্য কর্মশালা

৫ পাতার পর

এরপর নিম্নরূপ ভাবে ওয়েবেনের অনুসন্ধান দল গঠন করা হয় -

১) শৈলেন্দ্রনাথ কাবাসি (উত্তর ২৪ পরগণা)
২) ইন্দ্রনীল নন্দ (পূর্ব মেদিনীপুর)
৩) অনুরাধা মন্ডল (পূর্ব মেদিনীপুর)
৪) সুভাষ কর (বাঁকুড়া)
৫) মুজিবর রহমান (বর্ধমান)
৬) পুতুল সরদার (দক্ষিণ ২৪ পরগণা)
৭) ইলা মৈত্র (মালদা)
৮) দিপালী দে (উত্তর দিনাজপুর)
৯) রবিশঙ্কর রায় (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)
১০) উত্তরবঙ্গের একজন প্রতিনিধি

যুগ্ম নেতৃত্বে থাকবেন শ্রী রবিশঙ্কর রায় এবং ইন্দ্রনীল নন্দ। এরপর অনুসন্ধান দল কিভাবে কাজ করবে এবং তার নিয়মনীতিগুলি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে একটি মডেল রিপোর্টিং ফরম্যাট তৈরি করবেন ক্রাই।

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন রাজ্য আহ্বায়িকা শ্রীমতি দীপালি নন্দী।

সাধারণ ঘরের অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, শিক্ষালয় ও সরকারি শিক্ষা আইন

পার্থসারথি দাশ

ভারত স্বাধীন হবার ৬৫ বছর পরেও ভাবতে হচ্ছে, গবেষণা করতে হচ্ছে, কমিশন করতে হচ্ছে ''একশ একুশ কোটি জনসংখ্যার দেশে শিক্ষাব্যবস্থা কার স্বার্থে, যাদের জন্য, কতটা প্রকৃত শিক্ষা চালু থাকবে আর কাদের কাছ থেকে বহু গালভরা বুলির আড়ালে সুকৌশল শিক্ষার সুযোগ কেড়ে নিতে হবে। দিকে দিকে শোনা যাচ্ছে শাসকগোষ্ঠির সোচ্চার ঘোষণা - শিক্ষাবিস্তারের চিন্তায় তাঁদের ঘুম হচ্ছে না। অথচ কোটি কোটি নিরন্ন ভারতবাসীর ঘরের সন্তান-সন্ততি বাস্তবে শিক্ষার আঙিনার ধারে পাশেও পৌঁছোনোর সুযোগ পাচ্ছেনা। এদিকে প্রচার চলছে, স্কুল ছুটদের স্কুলের ক্লাসরুমে ফিরিয়ে আনার এলাহি আয়োজন হচ্ছে বলে। সত্যিই কি তাই!

দরিদ্র সাধারণ মানুষের ঘরের ছেলেমেয়েরা কোনোরকমে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলোতে ভর্তি হয়ে মাসে ১৫ থেকে ২২ দিন স্কুলেই দুপুর বেলায় 'পুষ্টিকর' (?) আহার পায়। সে কারণে ছেলে-মেয়েরা স্কুলে আসে। যে কদিন খাবার পায় সে কদিন পেট ভরলেও মনভরার মত শিক্ষা পায় কি? প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে অধিকাংশ স্কুলে প্রয়োজনীয় শিক্ষক-শিক্ষিকা দীর্ঘকাল নেই। বহু স্কুল একজনমাত্র শিক্ষক দিয়ে চলে। এমন স্কুলও আছে যেখানে দু'তিন বছর কোনো শিক্ষক নেই। রাজনৈতিক বিবাদ-বিসংবাদের একের পর এক আদালতে মামলার ফাঁসে নিয়োগ প্রক্রিয়া বহুদিন বন্ধ। এন.সি.আর.টি-র বহু বাহানা একের পর এক আসছে। পিটিটিআই নিয়ে নানা অভিযোগ। হাজারো হ্যাপা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঘিরে।

সারাদেশে সমগুণমানের শিক্ষাব্যবস্থা নেই। ফলে জন্মের পরে দেশের মানুষের ঘরের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিতে শ্রেণিবিভক্ত হয়ে পড়ছে। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে যারা পড়ছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যারা পড়ছে, নার্শারী স্কুলে যারা পড়ছে, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে, দিশারী স্কুলে, পাব্লিক স্কুলে, সৈনিক স্কুলে, মিশনারি স্কুলে যারা পড়ছে তাদের প্রত্যেকের শিক্ষার মান ভিন্ন। একই গুণমাণের শিক্ষা তারা পায়না। ফলে ছোটবেলা থেকেই তারা আলাদা আলাদা মানসিকতার শিকার হয়ে হীনমন্যতায় ভুগে - প্রকৃত মানুষ হবার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। সরকারি শিক্ষাবিরোধী নীতিই এই কাজগুলিই করছে। ফলে বঞ্চিত হচ্ছে সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়েরা - যাদের মা-বাবার অঢেল পয়সা নেই।

শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে চল্লিশোর্ধ বয়সের মায়েদের শিক্ষিকা নয় - সহায়িকা হিসেবে নিয়োগের ব্যবস্থা করেছে সর্বশিক্ষা মিশন। ১৬/১৭ বছর বয়সে মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে ২৩/২৪ বছর পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্কহীন ভাবে ঘর-সংসার, সন্তান লালন পালন ও সংসারের হাজারো ঝামেলা পোয়াতে পোয়াতে বেমালুম ভুলে গেছেন যারা পড়ার কথা - তাঁরা শিশুদের মায়ের স্নেহ দিতে পারলেও শিক্ষার ভিত গড়ে দিতে কতটা পারবেন সে ক্ষেত্রে সন্দেহের অবকাশ আছে। আবার নতুন ফতোয়া জারি হয়েছে সরকার ও সর্বশিক্ষা মিশন নির্ধারিত শিক্ষা সংস্থা থেকে যাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতায় ঘাটতি আছে তাঁদেরকে কাট আউট অনুযায়ী যোগ্যতা বাড়াতে হবে এবং শতকরা নির্ধারিত নম্বর পেয়ে। সর্বশেষে যাঁরা নিযুক্ত হয়েছেন তাঁদের অবশ্যই শতকরা ৫০ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। শুধু তাই নয়, যাঁরা শিক্ষকতার ট্রেনিং নেননি তাঁদেরও যোগ্যতা ও প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময়সীমা ২০১৫ সাল। অন্যথায় সরকারি ব্যবস্থানুযায়ী কাজ হবে। এটাও একটা সরাসরি ধমক দেওয়া। এক্ষেত্রে সকলের পক্ষে এটা সম্ভব কিনা অভিজ্ঞমহল ভেবে দেখবেন এবং বাস্তবসম্মত কিনা তাও। কারণ শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলি হাঙরের হাঁ নিয়ে বসে আছে। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেনের মাধ্যমে ওখানে প্রশিক্ষণের জন্য ভর্তি হওয়া যায়। অত টাকা সহায়িকা-গণ যাঁরা অল্প কিছু টাকা মাইনে হিসেবে পান তাঁরা দিতে পারবেন কোথা থেকে? তবে যদি সর্বশিক্ষা মিশন এঁদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দেন তবেই এটা সম্ভব হতে পারে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ জেলায় জেলায় নানান অজুহাতে বন্ধ। শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে সহায়িকা নিয়োগ বন্ধ, পরিচালন কমিটিরও নির্বাচন বন্ধ। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগের আগে পর্যন্ত বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে পারতো। এক সময় এই খালি পদগুলো নিলামে বিক্রি হতে আরম্ভ করল। লক্ষ লক্ষ টাকা ডোনেশন নামক ঘুষের বিনিময়ে অযোগ্য লোকে শিক্ষকতা পেল, কিন্তু যোগ্যতম ব্যক্তি ইন্টারভিউতে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় হওয়া সত্ত্বেও ঘুষের টাকা দিতে পারলো না বলে চাকুরী পেলেন না। এই ব্যবস্থার অবসানের জন্য স্কুল সার্ভিস কমিশন গঠিত হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান যা অবস্থা, ঐ একই আর্থিক দুর্নীতি, রাজনৈতিক কোটাবাজী ইত্যাদিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। ইতি মধ্যে এক একটি চাকরীর দাম জন প্রতিনিধিরা নাকি হাঁকিয়েছেন ৫/৭ লক্ষ টাকা। আর এস.এস.সি. পরীক্ষাকালীন দুর্নীতির কথা সংবাদ মাধ্যমে সকলেই অনুধাবন করছেন।

সরকারি আইন - 'বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিশু শিক্ষা আইন-২০০৯' - অনুযায়ী কোনো শিক্ষকই প্রাইভেট টিউশন করতে পারেন না - তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ (৪র্থ অধ্যায়, ২৮ নং ধারা)। এ বিষয়ে স্কুলে স্কুলে নানা নির্দেশনামা আসছে। ১৬ মার্চ, ২০১২ রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯ রূপায়ণের অনুকূলে SCPCR (State Commission for Protection of Child Right) এখনো গঠন না করে সাময়িক অস্থায়ীভাবে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে শিক্ষাক্ষেত্রে যখন তখন এক একটি নির্দেশ নামা পাঠাচ্ছেন। 'অবৈতনিক' শিক্ষা আইন চালু করতে গিয়ে রাজ্য সরকার বলেছে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে স্কুল ২৪০ টাকা নিতে পারবে। এটা কেন্দ্রীয় আইন বিরোধী।

যেকথা আলোচনায় আসা দরকার, সেটি হল - কোনো বিদ্যালয়েই শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত আইনানুগ নয়। ফলে এক একটি ক্লাসে ৮০/১০০ জন ছাত্রের পড়ার দায়িত্ব ৪০/৪৫ মিনিটে একজন শিক্ষককে নিতে হয়। তাতে সব শ্রেণির ছাত্রের প্রতি শিক্ষক মহাশয়ের নজর দেওয়া সম্ভব হয় না। ফলে প্রচুর ঘাটতি ছাত্রদের থেকে যায়। সেকারণে অভিভাবকদের সন্তানের ঐ ঘাটতি মেটাবার জন্য প্রাইভেট টিউটরের দ্বারস্থ হতে হয়। আর প্রাইভেট টিউটর হিসেবে তিনিই যোগ্য - যিনি সিলেবাস ও পাঠদান পদ্ধতি সঠিক জানেন - প্রশ্নের ধরণ ও পরীক্ষা পদ্ধতি ভালো জানেন বিষয় সম্পর্কে সমৃদ্ধজ্ঞানের ভিত্তিতে। সে হিসেবে স্কুল টিচাররাই যোগ্য বলে অভিভাবকগণ মেনে নেই। তাই তাঁদের আগ্রহের অনেক শিক্ষক মশাইকে অনুরোধে পড়ে বাধ্য হয়ে পড়াতে হয়। অবশ্যই অনেকে প্রাইভেট টিউশনির ক্লাস খুলে বসেন - তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। যতক্ষণ পর্যন্ত ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত উপযুক্ত শিক্ষাদানের অনুকূল না হয় ততদিন প্রাইভেট টিউশন আইন করে বন্ধ করা যাবে না।

সর্বশিক্ষা মিশনের বরাদ্দ অর্থ রাজ্য সরকার খরচ করতে পারছে না বলে খবরে জানতে পারা যাচ্ছে। অথচ গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রগুলিতে শিশুদের বসে পড়বার জায়গা নেই। স্কুল ঘর নেই। বড় বড় হাইস্কুল, হায়ার সেকেণ্ডারি স্কুলগুলোতে যেখানে একজনও স্কুলছুট ছেলেমেয়ে পড়ে না - সেখানে বছর বছর সর্ব শিক্ষা মিশনের আর্থিক অনুদানে বড় বড় স্কুল বিল্ডিং হচ্ছে, ৪/৬ জন প্যারা টিচার পাচ্ছে- অথচ যেখানে প্রাথমিক শিক্ষার গোড়াপত্তন হবে - সেখানে শত আবেদন নিবেদনেও স্কুলঘর তৈরির কোনও অনুদান ৯/১০ বছরেও পাওয়া যাচ্ছে না। ভুক্তভোগীদের কাছে জানা যাচ্ছে এতেও দলবাজী - গ্রুপবাজী, প্রশাসনের একটি চক্র কমিশনের ভিত্তিতে অনুদান পাইয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। এসব দুর্নীতির নিরসন না হলে কোনোভাবেই হাজারো গালভরা বুলি আওড়ালেও শিক্ষাক্ষেত্রে অরাজকতা কাটানো যাবে না।

সর্বোপরি কেন্দ্রীয় শিক্ষা অধিকার আইন ও রাজ্য তার প্রয়োগ বিষয়ে বহু অভিযোগ। প্রথমত 'শিশু'-র সংজ্ঞা নিয়ে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জন্ম থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু হিসেবে স্বীকৃত। জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্টে ১৮ বছর পর্যন্ত শিশু। কিন্তু শিশুর বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষা আইন-২০০৯-এর ক্ষেত্রে ৬ থেকে ১৪ বছর বয়স্ককে শিশু ধরে নিয়ে আইন রচনা করা হয়েছে। যাদের ছ'বছর বয়স হয়নি বা ১৪ বছরের উর্দ্ধে ১৮ পর্যন্ত বয়স্ককে বাদ দেওয়া হল কেন?

অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ/ফেল প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছে।

৮-এর পাতায়

৭-পাতার পর.... ফলে পড়া-শোনার গুরুত্ব কমে গিয়েছে। কোনো কারণে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত কোন ছাত্রকে আটকে রাখা যাবে না। যে শিশু অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবাধে কোনো কিছু না শিখেও অষ্টম মানে পাশ সার্টিফিকেট পেল - তার সত্যি সত্যি নবম ও উচ্চতর শ্রেণিতে পড়বার যোগ্যতা অর্জিত হল কি? যদি তা হয়ে থাকে তবে তার পরের স্কুলছুট, বা শিক্ষা ছুটদের শিক্ষার অঙ্গনে আটকে রাখা যাবে কি? না, অষ্টম শ্রেণি পাশ সার্টিফিকেট নিয়ে ইটভাঁটা, হোটেল, ঠিকাদারের মাটি কাটার কাজে শিশু শ্রমিক হিসেবে লেগে যাওয়ার ছাড়পত্র ওটা?

পরীক্ষা ব্যবস্থা চাই বলেই পাশ-ফেল থাকতে হবে - সেটা যুক্তি নয়। যে দেশে শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশি দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষ, সরকারি শিক্ষাক্ষেত্রগুলিতে পরিকাঠামোর অভাব, শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত ১:৬০-৭০-৮০ জন-সেখানে পরীক্ষা ব্যতীত প্রতিটি ছাত্রের গুণগত মূল্যায়ণ সম্ভব কি? বিদেশে হচ্ছে বলে এদেশে শিক্ষাক্ষেত্রে যেখানে চরম নৈরাজ্য, দুর্নীতি, পরিকাঠামো - উপযুক্ত ক্লাশরুম, শিক্ষক-শিক্ষিকা,শিক্ষা সরঞ্জামের অভাব যেখানে বিদেশীপ্রথা চালু করতে হবে এ এক অপদার্থ আব্দার। তাই পরিকাঠামো বিদেশের শিক্ষারত অনুকূল গড়ে না তোলা পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা তুলে দেওয়া চলবে না কোনো মতে।

ইউনিট টেস্টের মাধ্যমে এক প্রহসন চলছে। ৫টি ইউনিট টেস্টের উদ্যোগ আয়োজন, খাতা দেখা - সঙ্গে সঙ্গে ক্লাশরুমে নিয়মিত পড়াশোনা এক বিপর্যয়কর পদ্ধতি। শেষে বাৎসরিক পরীক্ষার সময় আগের ইউনিটের পাঠ্যগুলি ছাত্রদের ভুলে যেতে হয়।

একটি বড় স্কুলে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ৪টি ক্লাশে কমপক্ষে ৩টি করে সেকশন হলে ১২টি ক্লাশ ইউনিট হয়। এ ছাড়াও নবম-দশম শ্রেণির অন্তত ৪টি ক্লাশ ইউনিট। ঐ ১৬টি ক্লাশ ইউনিটে বিষয় শিক্ষক দিয়ে সব ক্লাসে শিক্ষাদান কি সম্ভব? ফলে অঙ্কের মাস্টারমশাই বাংলা পড়ান, বিজ্ঞানের মাস্টারমশাই ইংরাজী পড়ান, ভূগোলের মাস্টারমশাই অঙ্ক পড়াতে যান - ইত্যাদি। এসব কথা ভেবে দেখলে আইনের জায়গায় আইন থাকে - আইন অমান্য করার বিষয় প্রকট হয়। আবার, ইউনিটটেস্টের এক একটি ক্লাশের ২৫০/৩০০ খাতা বিষয় শিক্ষকগণ না দেখে পার্টটাইমার, প্যারাটিচার, ভোকেশনাল বিভাগের শিক্ষকদের দিয়ে দেখানো হয় - ঠিকাদার ব্যবসার মত - এসব ক্ষেত্রে মূল্যায়ণ কি সঠিক হয়?

শিক্ষা অধিকার আইনের সাতটি অধ্যায়ে ৩৮টি ধারা ও প্রত্যেকটি ধারার মধ্যে উপধারা আছে। কিছুদিক কল্যাণকর হলেও অধিকাংশই শিক্ষা বিরোধী। তাই শিক্ষানুরাগী সমস্ত মানুষকেই এগিয়ে আসতে হবে - সমগুণমানের সার্বিক দুর্নীতিমুক্ত শিক্ষার দায়িত্ব যাতে সরকার নিজেই গ্রহণ করে।

গ্রামাঞ্চলে প্রকৃত শিক্ষাপ্রেমী মানুষ - সরকারি স্কুলগুলোতে শিক্ষার নামে প্রহসন চলছে - শিক্ষানুরাগী কিছু মানুষ বা বেকার যুবক-যুবতীরা গ্রামীন নার্শারি স্কুল খুলে একটু ভালো শিক্ষার ব্যবস্থা করছিল। সম্প্রতি শিল্পপতি পুঁজিপতিদের সঙ্গে চক্রান্ত করে রাজ্য সরকার এক সার্কুলারে সকল প্রাইভেট স্কুলকে হাড়িকাঠে বলি দেবার ব্যবস্থা করেছে। সেই সার্কুলারে যে যে ফতোয়া জারী হয়েছে - তা বিশাল পুঁজিপতি গোষ্ঠি ছাড়া অন্য কারও পক্ষে পূরণ করা সম্ভব নয়। আবার ৩ বছরের মধ্যে পূরণ করতে না পারলে তিন বছর পূর্ণ হবার পরে স্কুল চালু রাখার জন্য থোক একলক্ষ টাকা ও প্রতিদিনের জন্য ১০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগীদের ঐ স্কুলগুলি বন্ধ কর দেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। তখন পুঁজিপতি রাঘব বোয়ালদের খপ্পরে সকলকেই পড়তে হবে। শিক্ষাকে মোটকথা বাণিজ্যের বিষয় করে তুলতে চাইছে সরকার। সাধারণ মানুষই এর বিহিত করতে পারেন।

অন্যান্য সংগঠনের সংবাদ

মন ফাউন্ডেশন আয়োজিত শিশুবান্ধব বিদ্যালয় বিষয়ক আলোচনাসভা

শিক্ষা অধিকার আইনে শিশুবান্ধব পরিবেশযুক্ত বিদ্যালয়ের বিষয়ে উল্লেখ আছে। আমাদের দেশের বিদ্যালয় এবং তার পরিকাঠামো সর্বোপরি পঠনপাঠনের ব্যবস্থা কতটা শিশুদের আকৃষ্ট করে বা কিভাবে সেগুলি আকর্ষণীয় করে তোলা যায় তাদের কাছ এই বিষয়গুলি নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করে তাদের কার্য্যালয়ে। ১ ডিসেম্বর আয়োজিত এই আলোচনা সভায় মূল বক্তা ছিলেন জ্যাংরা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রী চন্দনময় ভট্টাচার্য এবং খালিশাকোটা আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা শ্রীমতি চন্দ্রা মুখার্জী। আলোচনার শুরুতে সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রী মোহিত রণদীপ তাঁর স্বাগত ভাষণে শিক্ষা অধিকার আইনকে মাথায় রেখে বিদ্যালয়ে শাস্তি বন্ধ না হওয়া এবং আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য যথেষ্ট পরিকাঠামো না থাকার কথা তুলে ধরেন। শ্রী চন্দনময় ভট্টাচার্য্য তাঁর বক্তব্যে বর্তমান পরিকাঠামো বিশেষত ছাত্র–ছাত্রী ও শিক্ষক–শিক্ষিকার সংখ্যার অনুপাতের বৈষম্য, পরিকাঠামো ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, পরিকাঠামোগত ব্যবস্থার অব্যবস্থা, পঠন–পাঠন ব্যবস্থা প্রভৃতির বাস্তব অবস্থাগুলি তুলে ধরেন। তিনি বলেন শিক্ষার্থীকে শিক্ষার অঙ্গনে ধরে রাখার রসদ নেই, শিশু কেন্দ্রিক শিক্ষা বাস্তবে হয়না। পড়ার বিষয়বস্তু মনোগ্রাহী নয়, আকর্ষণ করার জন্য যে ব্যবস্থা তা উপেক্ষিত, প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে বেরোনো যাচ্ছেনা, ফলে এতে শিশুরাই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তার মনে দ্রুত যে জায়গাগুলি পরিবর্তন করা যায় তা হল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, ছাত্র–ছাত্রীদের শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গ মনে করতে হবে। শুধু পরিকাঠামোগত পরিবর্তন নয়, মানসিক বাধাও অতিক্রান্ত করতে হবে। ছাত্র–ছাত্রীদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে, শাস্তিবিহীন ভয়মুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা, ঞ্চখতগুজ্ব ঝত্মগুণ্ঠঝত্মডজ্বগু জ্বঝটন্তটন্তটতত্র–তে যুক্ত করা, বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। এরসঙ্গে তিনি নিজের বিদ্যালয়ের বেশ কিছু ইতিবাচক উদাহরণ তুলে ধরেন।

এরপরে শ্রীমতি চন্দ্রা মুখার্জী তাঁর বক্তব্যে মন্তব্য করেন নতুন ভাবনা তেমন নেই। তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ শব্দের আক্ষরিক অর্থের বর্ণনা করেন। তিনি বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যে শিশুবান্ধব পরিবেশ কতটা সম্ভব সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। তিনি মনে করেন শিক্ষণ পদ্ধতি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয়ের প্রতি একাত্মবোধটা জরুরী। শরীর ও মনের চর্চার মাধ্যমে আনন্দদায়ক শিক্ষা, আবেগের সঙ্গে মেধার চর্চার প্রভৃতি বিষয়গুলির এপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এর জন্য প্রয়োজন সম্পদশালী শিক্ষক–শিক্ষিকা। ছোটদের সঙ্গে তাদের মধ্যে মত করে মিশতে হবে, তাদের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে জানতে হবে, তাদের কথা বলার সুযোগ করে দিতে হবে। তাদের আত্ম প্রতীতি বোধ গড়ে তুলতে হবে, শিক্ষার উদ্দেশ্যকে বোঝাতে হবে।

এরপর উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন বিষয় উত্থাপন করেন এবং তাদের প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়। সবশেষে শ্রী মোহিত রণদীপ মূল বিষয়বস্তু অর্থাৎ যে যে বিষয়গুলি নিয়ে কাজ করা যেতে পারে সেগুলি তুলে ধরেন, যেমন – ১) বিদ্যালয়ে শিক্ষক–শিক্ষিকাদের মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে ধারণাবৃদ্ধির জন্য সুযোগ তৈরি করা, ২) বিদ্যালয়ে শাস্তি রোধে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা, ৩) বৈষম্য রোধে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

উপস্থিত সকলেই এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সহমত হন এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করবেন বলে জানান।

মুক্তধারার সম্মেলনে শিক্ষার অধিকার আইন নিয়ে আলোচনা সভা

গত ৩০ সেপ্টেম্বর হুগলী জেলার চণ্ডীতলা থানার মশাট আপতাপ মিত্র হাইস্কুলে ওয়েবেনের সদস্য মাখলা মুক্তধারা নামক এক এন জি ও-র বার্ষিক সম্মেলনে শিক্ষার অধিকার আইন নিয়ে বিশেষ আলোচনা হয়। মুক্তধারা প্রতিবন্ধী শিশু ও যুবাদের সার্বিক পুনর্বাসনের কাজে নিয়োজিত একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। বার্ষিক সম্মেলনে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকলেও শিক্ষার অধিকার আইন নিয়ে বিশদ আলোচনা সভার ব্যবস্থা রাখেন মুক্তধারার অধিকর্তা তথা হুগলী জেলা ওয়েবেনের কার্যকরী কমিটির অন্যতম সদস্য মলয় সেন। রাজ্য ওয়েবেনের পক্ষ থেকে এই সভায় শিক্ষার অধিকার আইন নিয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করেন ওয়েবেনের পরিচালক মণ্ডলীর অন্যতম কর্মকর্তা স্বপন পণ্ডা। হুগলী জেলা ওয়েবেনের পক্ষ থেকে আহ্বায়ক তপনকুমার দাস আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া জেলা কোষাধ্যক্ষ প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জী ও প্রাক্তন আহ্বায়ক রুকসানা মণ্ডলও নানা বিষয়ে সহযোগিতা করেন। সভায় প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

সাহিত্যসভায় শিক্ষার অধিকার নিয়ে আলোচনা

বেগমপুর, হুগলী ৯ ডিসেম্বরঃ বেগমপুর সাধারণ গ্রন্থাগারে দুপুর ২টা থেকে এক সাহিত্যসভার আয়োজন। সাহিত্য সভায় পৌরোহিত্যে করেন সাধারণ গ্রন্থাগারের সভাপতি নিমাইচন্দ্র শীল, প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চণ্ডীতলা ৯-এর পাতায়

৮ পাতার পর.... সংবাদের সম্পাদক প্রভাস চন্দ্র পাল ও চণ্ডীতলা সংবাদের সহ-সম্পাদক এবং কবি সাহিত্যিক দীপঙ্কর বিশ্বাস। প্রদীপ প্রজ্জ্বোলনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বর্ষ সাহিত্য সভার উদ্বোধন করেন বর্ষীয়ানা সাহিত্যপ্রেমী রামকৃষ্ণ সামন্ত।

এদিন সাহিত্য সভায় হুগলী জেলা ওয়েবেনের আহ্বায়ক তপনকুমার দাস বিনা ব্যয়ে বাধ্যতামূলক শিক্ষার অধিকার নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় তার বক্তব্যের মধ্যে যে বিষয়গুলি উঠে আসে সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল - ১) প্রত্যেক শিশুকে (৬-১৪ বয়সী) বয়স অনুযায়ী উপযুক্ত শ্রেণিতে ভর্তি করা। ভর্তি করার জন্য কোনও পরীক্ষা বা অর্থ নেওয়ার কথা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দাবী করতে পারবে না, বিদ্যালয়ের পরিবেশ বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সেখানে শিশুদের নানা বিনোদনের ব্যবস্থা থাকবে। শারীরিক ও মানসিক কোনওরূপ শাস্তি শিক্ষার্থীদের দেওয়া যাবে না ইত্যাদি। তপনবাবু আরও জানান দেশের নাগরিক হিসাবে প্রতিটি শিশুকে সুশিক্ষিত করে তোলার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পদক্ষেপ আমাদেরই নিতে হবে। তাই শিশু শ্রমিক, বিভিন্ন দোকানে বা বাড়ীতে শিশুদের কোনও কাজে না নিয়োজিত করা, বাল্যবিবাহ রোধ করা ইত্যাদি বিষয়েও আমাদের একটা ভূমিকা থাকা উচিত। এদিন সাহিত্যসভায় ৪০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

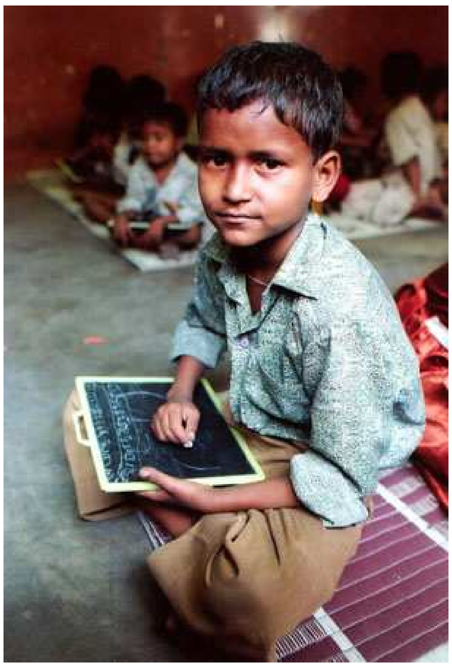

রাইট ট্র্যাক আয়োজিত শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা বিষয়ক রাজ্যস্তরীয় কর্মশালা

গত ৪ ডিসেম্বর অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এ শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা বিষয়ক একটি রাজ্যস্তরীয় কর্মশালার আয়োজন করে রাইট ট্র্যাক। সংগঠনের সেক্রেটারি মহম্মদ ইসরাফিল-এর স্বাগত ভাষণের পর সংগঠনের পক্ষ থেকে সুমিতা শূর রায় শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষা বিষয়ক সরকারি নীতি-র একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা পরিবেশন করেন। এণ মধ্যে উল্লেখ্য ছিল শৈশবকালীন যত্নের সংজ্ঞা, এই বিষয়ে বিভিন্ন সরকারি নীতি ও আইন, প্রকল্পসমূহ এবং অন্যান্য কর্মসূচি। এছাড়াও জাতীয় নীতির দর্শন ও উদ্দেশ্য এবং তার মধ্যে কি কি ফাঁক (gap) আছে সেগুলিও উল্লেখ করেন। এরপর CLAP-এর পক্ষ থেকে নম্রতা চাড্ডা জাতীয় স্তরের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরেন। তিনি অধিকার রক্ষার লড়াই-এ জনস্বার্থ মামলার এপর জোর দেন। ICDS প্রকল্পের মাধ্যমে কোনো শিশুদের সঠিক শিক্ষা দেওয়া হয়না, কর্মীদেরও কোনো উপযুক্ত প্রশিক্ষণ থাকেনা, - বলে তিনি মন্তব্য করেন। এরপর CINI-র পক্ষ থেকে মনোজ সরকার তাদের সংস্থার কর্মসূচি বিষয়ক কিছু তথ্য পরিবেশন করেন। এর মধ্যে তিনি Early Childhood Stimulation-এর ওপর একটি মডেল তুলে ধরেন, যেগুলি তাঁরা কাজ করতে গিয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করেছেন। উপস্থিত অংশগ্রহণকারীরা বেশ কিছু মতামত পেশ করেন, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রস্তাবও উঠে আসে। যেমন - তৃণমূল স্তর থেকে কাজ শুরু করে বিদ্যালয় ছুট-এর সংখ্যা কমাতে হবে, ICDS এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় একই অঙ্গনে হবে, অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে পরবর্তী করণীয়গুলি ঠিক করতে হবে ইত্যাদি। এছাড়াও বিভিন্ন জেলা থেকে আসা প্রতিনিধিরা তাদের কাজের এলাকার সমস্যাগুলি তুলে ধরেন। সবশেষে বেশ কিছু পরিকল্পনার স্থির করা হয়, যা মিলিত উদ্যোগের মাধ্যমে সংগঠিত করা হবে। যেমন - মাতা কমিটিকে সচেতন করা, মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা, SDPO, DPO, অন্যান্যদের সচেতন করা,স্মারকলিপি ও দাবীপত্র পেশ করা, তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করা, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের সচেতন করা, ICDS-এর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ বা mapping করা ইত্যাদি। সমীক্ষার ফরম্যাট তৈরি করবে রাইট ট্র্যাক। এরপর ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে কর্মশালাটি সমাপ্ত করা হয়।

শিশুশ্রম কবে বন্ধ হবে?

ছোটো ছোটো দুটো হাত
ছোটো দুই পা
দু টাকায় খেটে খায়
ভোর থেকে রাত

নিজস্ব সংবাদদাতা : এই মহাভারতে লক্ষ লক্ষ শিশুকে লেখাপড়া করার বয়সে শ্রম করেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কখনোও বা শিক্ষার্থী হিসেবে বিনা পারিশ্রমিকেই নানা ঝুঁকিপূর্ণ কাজে তাদের যুক্ত থাকতে হয়। শিশুশ্রম বন্ধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন আছে, কিন্তু শিশুশ্রম বন্ধে তা যথেষ্ট নয়। সম্প্রতি রাজ্য সভায় এই আইনটির সংশোধনি বিল আনা হয়েছে। কিন্তু এই সংশোধনী বিল কি শিশুশ্রম বন্ধ করতে সক্ষম হবে? নাকি এই সংশোধন এর মধ্যে নানা ফাঁক-ফোকর থেকে গেছে? -এই সব বিষয় প্রশ্ন নিয়ে সম্প্রতি এক আলোচনাসভার আয়োজন করেছিল সোসাইটি ফর পিপলস অ্যাওয়ারনেস বা সংক্ষেপে স্প্যান (SPAN) কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই আলোচনাসভায় মূল আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের যুগ্ম সচিব মধুমিতা চৌধুরী, অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার পশুপতি ঘোষ, চাইল্ড রাইটস অ্যান্ড ইউ (ক্রাই)-এর পক্ষে সত্যগোপাল দে এবং অ্যাকশন এইড-এর পক্ষে সুরজিৎ নিয়োগী। মধুমিতা চৌধুরী বলেন,আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী বদলেছে, শিশু যেখানেই কাজ করুক তাকে বন্ডেড লেবার হিসেবে গণ্য করা হবে। ফিল্ড স্তরে যাঁরা কাজ করছেন,তাঁরা আমাদের নজরে আনলে সরাসরি জেলাস্তরে নির্দেশ পাঠানো হবে।

সুরজিৎ নিয়োগী বলেন, একটা আইনের দ্বারা নিষিদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রণ দুটো একসাথে করা যায়না। প্রস্তাবিত বিল সম্পর্কে তিনি প্রশ্ন তোলেন - নামটা পরিবর্তন হচ্ছেনা কেন? শিক্ষা অধিকার আইন যদি কার্যকর হয় তবে তো শিশুশ্রমিক থাকার কথাই নয়। পশুপতি ঘোষ বলেন, মূল কারণ দারিদ্র। সমীক্ষায় দেখা গেছে কোনো বাবা-মাই চান না তাঁর শিশু এই ধরণের কাজ করুক। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, রাজ্যের হিসাব অনুযায়ী ৫,১১,৫৪৮ জন শিশু শ্রমিক রয়েছে।

সত্যগোপাল দে বলেন, পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে, ক্ষমতার সম্পর্ক থেকেই এই সমস্যাকে দেখতে হবে। তিনি এ প্রশ্নও তোলেন,শুধুই কি দারিদ্র একমাত্র কারণ? যদি তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া হয় শিশু শ্রমিক থাকবে, তবে তাদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা, সামাজিক নিরাপত্তা, ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার থাকবে না? তিনি রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মের শিশু, বিড়ি শিল্পে নিযুক্ত শিশুদের শিক্ষার অধিকার এবং শিশু শ্রম থেকে তাদের মুক্তির বিষয়েও প্রশ্ন তোলেন। আলোচনা পরিচালনা করেন পার্থ রায়।

আলোচনাসভার শুরুতে আয়োজক সংস্থা স্প্যান-এর পক্ষে পার্থ ভট্টাচার্য্য শিশুশ্রম বন্ধে কাজ করতে গিয়ে তাঁদের নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তবে তারা ১৭০ জন শিশুশ্রমিকের মধ্যে ৩৪ জনকে স্কুলে ভর্তি করাতে সক্ষম হয়েছেন। এবং স্কুলে ভর্তি হওয়া এই শিশুরা তাঁদের কাজ ছেড়ে দিয়েছেন।

স্প্যানের পক্ষে বিপ্লব দাস প্রস্তাবিত বিলটির নানা সীমাবদ্ধতার দিকে আলোকপাত করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্প্যানের অন্যতম কর্ণধার প্রবীর বসু।

শিশু ও নারী পাচার রোধে সচেষ্ট হন

নিজস্ব সংবাদদাতা : পশ্চিমবঙ্গের নারী পাচার চক্র যে কত সক্রিয়,তার জ্বলন্ত উদাহরণ রেবেকা খাতুনের এই ঘটনা। ঘটনাটি উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বাদুরিয়া ব্লক, থানা আটুরিয়া, পশ্চিম জয়নগর গ্রামের। ঐ গ্রামের ১৪ বছরের রেবেকা খাতুন কবিলপুর মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। তার বাবার নাম আকবর আলি সরদার, মায়ের নাম রাহিলা বিবি। রেবেকা গত ৭ নভেম্বর, ২০১২ বিদ্যালয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় সেখানে থেকে আনোয়ারা মন্ডল রেবেকাকে নিয়ে অপহরণ করে দিল্লির যৌন পল্লীতে পাচার করে দেয়। আনোয়ারা, রেহেনা এবং জমীম উদ্দিন প্রত্যেকেই সরাসরি নারী পাচারের সঙ্গে যুক্ত বলে জানা যায়। মমতাজ খাতুন নামে এলাকার এক মহিলার নিকট থেকে ঘটনাটা রেবেকার মা জানতে পেরে, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা শিক্ষা নেটওয়ার্কের সদস্যা, মনিকা সরকারের নিকট সাহায্য চান। মনিকা সরকার গত ১০-১১-২০১২ তারিখে রেবেকার মাকে নিয়ে ঘটনাস্থলে যান ও পরে বাদুড়িয়া থানায় নিয়ে এসে জি ডি ই করান। জি ডি ই নং -৪৭২/১২ তারিখ -১০-১১-২০১২, বাদুড়িয়া থানার পুলিশ তিন দিনের মধ্যে রেবেকাকে খুঁজে বের করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। পরে মনিকা সরকার ও পুলিশের সহযোগিতায় ১৫-১১-২০১২ তারিখ সন্ধ্যাবেলায় রেবেকাকে খুঁজে বাদুড়িয়া থানায় আনা সম্ভব হয়। গত ২০-১১-২০১২ তারিখে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নামে এফ আই আর করা হয়, এফ আই আর নং-৪৫২, তারিখ - ২০-১১-২০১২ ধারা - ৩৬৩/৩৬৬-এ/১২০বি/৫০৬ আই পি সি ২৮-১১-২০১২ তারিখে তার মেডিকেল টেষ্ট হয়। তারপর ১৬৪-এর জন্য ২৯-১১-২-১২ তারিখে রেবেকাকে বসিরহাট কোর্টে নিয়ে যাওয়া নয়। এখন বাড়িতে সে ভালোই আছে। এখন তার বাবা মাকে বুঝিয়ে আবার বিদ্যালয়ে পাঠানো সম্ভব হয়েছে। সে এখন নিয়মিত বিদ্যালয়ে যাচ্ছে। পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ধরপাকরের প্রচেষ্টায় আছেন। ওয়েবেন আশা রাখে এলাকার শিশু ও নারী পাচার চক্রগুলিকে বন্ধ করার জন্য এলাকাবাসী সচেষ্ট হবে এবং এই নিষ্পাপ শিশুগুলিকে রক্ষা করবে।

ভবঘুরে তুমি কার???

নিজস্ব সংবাদদাতা : ১১ বছরের এক শিশু (বালিকা)-র কোথায় ও জায়গা হল না, শেষে তাকে আবার ফিরে যেতে হল রাস্তায়। নাম লেখানো হল ভবঘুরেদের জায়গায়। আরও আখ্যা দেওয়া হল যে, সে অ্যাবনরম্যাল!! শিশুদের জন্য শিক্ষা, সুরক্ষার মতো সাংবিধানিক আইন হওয়া সত্ত্বেও একটি শিশুকে রাস্তায় থাকবে এই তক্মা দিল প্রশাসন (থানা এবং চাইল্ড লাইন)।

গত ২৮শে নভেম্বর'১২ এগরা-২ নং ব্লক (ওয়েবেন মঞ্চ) থেকে খবর আসে, একটি ১০-১১ বছরের মেয়ে কয়েকদিন ধরে বালিঘাই বাজারে ঘুরছে, দোকান থেকে চুরি করে খাবার খাচ্ছে। যেখানে সেখানে রাত্রি বাস করছে। আমাদের ব্লক মঞ্চের সদস্য-সদস্যাগন (তপন মন্ডল, রেনুকা অধিকারী) মেয়েটিকে আটকায়। মেয়েটি কোনো কথা ঠিক করে বলতে পারে না। জেলা মঞ্চের আহ্বায়ককে ফোন করে সব জানানো হয়, আহ্বায়ক থানায় খবর দিতে পরামর্শ দেন, এবং রাজ্য আহ্বায়ককে চাইল্ড লাইনে খবর দেওয়ার জন্য ফোন করেন।

আমাদের সদস্য-সদস্যাগনের উদ্যোগের এবং জেলা আহ্বায়কের হস্তক্ষেপের ফলে থানা থেকে একজন অফিসার-কে পাঠানো হয় এবং ঘটনাস্থল থেকে মেয়েটিকে থানায় নিতে আসে। আমাদের সদস্য-সদস্যাগন চাইল্ড লাইনে খবর দেয়। থানা থেকেও জানা গেল যে, থানার এক অফিসারকে দিয়ে চাইল্ড লাইনে পাঠিয়ে দিয়েছে। পরে থানা জানায় যে, চাইল্ড লাইনের অফিসার ঐ শিশুটিকে রাতে অস্বীকার করায় থানা ফিরিয়ে দিয়ে এসেছে। কারন হিসেবে চাইল্ড লাইন জানিয়েছে মেটি অ্যাবনরম্যাল, একে রাখা যাবে না। পরেরদিন দুপুরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, থানার কথার সঙ্গে চাইল্ড লাইনের কথার কোনও মিল নেই। চাইল্ড লাইন বলে থানা থেকে কেউ আসেনি। আবার থানা বলছে চাইল্ড লাইন ফিরিয়ে দিয়েছে।

তাই প্রশ্ন জাগে, ভবঘুরে তুমি কার??? 'চাইল্ড লাইন' না 'রাস্তার' (!!!)।

''সেই পরম্পরা সমানে চলেছে''

''সেই পরম্পরা সমানে চলেছে'', এই প্রবাদটি এখনও কতটা প্রাসঙ্গিক তা প্রমান মিলেছে খেজুরী ১নং ব্লকের হেঁড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন খাড়র গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে-এর তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে। গত, ২৬শে নভেম্বর ২০১২, সোমবার খাড়র গ্রাম বিদ্যালয় তথ্য সংগ্রহ করতে যান পূর্ব মেদিনীপুর জেলা মঞ্চের আহ্বায়ক সমর বরণ মান্না, ব্লক আহ্বায়ক টঙ্কর দাস মণ্ডল। উপস্থিত ছিলেন গ্রামবাসী, SHG -র সদস্যা এবং ওয়েবেনের ব্লক কমিটির সদস্য-সদস্যাগণ। বিদ্যালয় মিড-ডে-মিলের পর ২টায় ছুটি হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রী কেউ কেউ বাড়ী না গিয়ে খেলাধূলা করছে। বিদ্যালয়ের ২ জন শিক্ষক, (একজন প্রধান শিক্ষক একজন সহঃ শিক্ষিকা) ছাত্র-ছাত্রী ২৭ জন। বিদ্যালয়টি স্থাপিত ১৯২৪ সালে। পাকাবাড়ী ১ তলা, ভগ্নপ্রায় প্রাচীর ও প্রায় ভগ্ন অবস্থায় যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। যেকোনো সময়ে ভেঙ্গে পড়বে। তারজন্য কোনও ঘেরা নেই। অবাধে সেখানে কতিপয় ছাত্র-ছাত্রী ঘুরে বেড়াচ্ছে। নলকূপ আছে, অনেকদিন জল নেই। ছাগল বাঁধা আছে। সামনে বিরাট পুকুর,জল ঘোলা, ঐ জলেই বিদ্যালয়ের দুপুরের রান্না হয়। পানীয় জল শিক্ষক-শিক্ষিকারা ছাত্রদের দিয়ে দুর থেকে আনিয়ে নেন। প্রধান শিক্ষকের বাড়ি ১৬ কিঃমিঃ দূরে, শিক্ষিকার বাড়ি গ্রামেই। ছাত্রকে দিয়ে খবর দিতে উনি এলেন, সবই স্বীকার করলেন, ঘাটতির কথা ও মেনে নিলেন। ওনার কিছু করার নেই সবই প্রধান শিক্ষকের ব্যাপার, উনি এড়িয়ে গেলেন। বিদ্যালয়টি আজ পর্যন্ত কোনও অনুদান পাননি। সর্বশিক্ষা দপ্তর থেকেও কোনও ''অতিরিক্ত শ্রেণি কক্ষের'' জন্য অনুদান পাননি। বারবার জানানো হলেও কোনো কাজ হয়নি। এখন সরকার পরিবর্তন হয়েছে। গ্রামবাসী দুটি দলে বিভক্ত, কোনো দলই সাহস করে এগিয়ে আসেননি। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে অন্যান্য বিদ্যালয় বারবার টাকা পাচ্ছে। বিদ্যালয় ভেঙ্গে আবার বিদ্যালয় তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু খাড়র প্রাঃ বিদ্যালয় এখনও কোনও অনুদান পাচ্ছেনা। এমনকি বিধায়ক-এর কোটা থেকেও নয়। এই অভিযোগ গ্রামবাসী, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকদের।

তাই, ওই কথাই মনে পড়ে, ''সেই পরম্পরা সমানে চলেছে'' তার কোন পরিবর্তন নেই। তথ্য সংগ্রহের পর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা মঞ্চ এগিয়ে এসেছে, বর্তমানে শিশু শিক্ষা অধিকার আইন-২০০৯ এবং রাজ্য নিয়মাবলী-২০১২কে সামনে রেখে তথ্য সংগ্রহ করার পর ব্লকস্তরে মহকুমা স্তরে এবং জেলাস্তরে তথ্য নিয়ে দরবার করা হচ্ছে। রাজ্যস্তরেও বিষয়টিকে নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ওয়েবেনের দাবি ও প্রত্যাশা যে এই অবস্থার পরিবর্তন হবে।

– সমরবরন মান্না, পূর্ব মেদিনীপুর

আপনার এলাকায় এমন কোনো শিশু আছে ?

- যে অনাথ বা পরিত্যক্ত
- অবহেলিত, অত্যাচারিত বা নিপীড়িত
- চিকিৎসাহীন বা আশ্রয়হীন
- বাবা-মার যত্ন পায়না
- মানসিক বা শারীরিকভাবে অসুস্থ, যাকে
- দেখাশোনা করার কেউ নেই
- মাদকাসক্ত
- পাচার বা অন্যান্য বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে
- অভিভাবক অথবা অভিভাবক স্থানীয় কোনো
- ব্যক্তির দ্বারা বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে বা অত্যাচারিত হচ্ছে
- কোনো সংঘর্ষ বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার

তাহলে অবিলম্বে শিশুটির যত্ন ও সুরক্ষার প্রয়োজনে স্থানীয় থানায় অথবা আপনার জেলা শিশু কল্যাণ সমিতির (CWC) সাথে যোগাযোগ করুন।

যেমন পাঠক্রম, তেমনই ধারাবাহিক ও সামগ্রিক মূল্যায়ন

– সুবীর শুক্লা

বিনাব্যয়ে শিশুর বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন, ২০০৯’-এর ১৬ নং ধারা অনুযায়ী কোনো শিশুকে একটি শ্রেণিতে দু’বার রাখা যাবে না। এই ধারাটি নিয়েই পত্র-পত্রিকা ও শিক্ষক সমাজে এবং অবশ্যই সামাজিকভাবে নানা বিতর্ক শুরু হয়েছে। কেউ বলছেন পাস-ফেল প্রথা উঠে গেলে লেখা-পড়া গোল্লায় যাবে। আবার কেউ বলছেন উপযুক্ত পরিকাঠামো না গড়ে তুলে ধারাবাহিক ও সামগ্রিক মূল্যায়ন কার্যকর করা যাবে না। আমাদের মনে হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই সব বিতর্কর সময় শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য মাথায় না রেখেই বা বলা ভাল পরিপ্রেক্ষিতকে মাথায় না রেখেই বিচ্ছিন্নভাবে অনেক প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সুবীর শুক্লা দীর্ঘ দিন ধরে ধারাবাহিক ও সামগ্রিক মূল্যায়ন নিয়ে কাজ করছেন। তিনি এ বিষয়ে একজন প্রথিতযশা প্রশিক্ষক। তাঁর ব্লগে এ বিষয়ে তিনি নিয়মিত লেখালেখি করেন। আমরা প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তাঁর অনুমতি নিয়ে ২০১১ সালের মার্চ মাসে ব্লগে লেখা তাঁর এই লেখাটি এখানে মুদ্রিত করলাম (সম্পাদক)

সি সি ই বা ধারাবাহিক সামগ্রিক মূল্যায়ন আমাদের দেশে কার্যকর বা শুরু হতেই আমরা একটি সত্যিকারের বিপদের সম্মুখিন হয়েছি। কারণ, বিষয়টিকে আরও একটি নতুন ‘ওয়ার্কবুক’ অথবা ট্রেনিং মডিউল, বা প্রকল্প হিসেবে দেখা হচ্ছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ, পাঠক্রম, পাঠ্যবই, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের থেকে মূল্যায়নকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হচ্ছে। পাঠক্রম সম্পর্কে আমাদের ভাবনাচিন্তার ক্রমবিকাশের সম্পর্কের সাথেই বিষয়টি জড়িত বলে মনে হয়।

আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন, সাধারণ আলোচনাই হোক বা কোনো বিদগ্ধ মতামত প্রদানের ক্ষেত্রেই হোক,পাঠক্রম সম্পর্কে আমাদের ভাবনার ক্রমবিকাশের বিষয়ে এবং তা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে আমরা একমত নই। তথাপি আমরা এ বিষয়ে একমত হব যে সাম্প্রতিক সময়ে প্রয়োগ হওয়া অনেকগুলি মডেল টেস্টের বা পরীক্ষার সংখ্যার আধিক্যে এবং নানা জটিলতার কারণে তার গুরুত্ব হারাচ্ছে। পরিবর্তে যা জানানো প্রয়োজন, তা হল – শিখন পদ্ধতি, শিশুদের অংশগ্রহণে জোর দেওয়া এবং অবশ্যই তাদের শিক্ষার একটি সুবিবেচিত ‘মূল্যায়ন সচেতনতা’-র ব্যবহার। যা কিনা শিক্ষণ প্রণালীর স্বাভাবিক অংশ।

সুতরাং, আমরা পাশের সারণিটি দেখতে পারি। এই সারণিটি তৈরি হয়েছে সুপরিচিত তাত্ত্বিক এবং পাঠক্রমের ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিষয়ক মান্য পাঠ্যবই থেকে। আপনি যদি পাঠক্রম অংশে বেশি সময় ব্যয় করতে না চান, সরাসরি মূল্যায়ন অংশে চলে যেতে পারেন। তিনটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করুন। সবকিছুই একদম ঠিক, এমন দাবি করা কঠিন। তবে আমাদের কোথা থেকে তো শুরু করতেই হবে।

পন্ডিত কেন্দ্রিক/ বিষয় নির্ভর পাঠক্রম	সামাজিক কার্যকরিতা/ উদ্দেশ্য নির্ভর পাঠক্রম	শিশুকেন্দ্রিক (কার্যক্রম নির্ভর) পাঠক্রম	সামাজিক পুর্নগঠন কেন্দ্রিক (কার্যক্রম নির্ভর)) পাঠক্রম
এটি ঐতিহ্যবাহী বা পরম্পরাগত যা তিন হাজার বা প্রায় সমসময় ধষর চলে আসছে	নূণ্যতম স্তর বা মানের শিক্ষণ যা মূলত ১৯৯০-এর দশকের ভাবনা	ন্যাশনাল কারিকুলাম – ২০০৫ এই দুই দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়	
	উৎস		
জ্ঞান	সামাজিক উপযোগিতা	শিশুকেন্দ্রিক	সামাজিক পুর্নগঠন
সংস্কৃতি ও দর্শনের ওপর গুরুত্ব; শিশুকে ভাবা হয় ‘খালি পাত্র’	মানুষের ওপর গুরুত্ব সামাজিক প্রয়োজন; শিশুকে গড়তে হবে	শিশুর ওপর গুরুত্ব শিশুকে লালন করতে হবে	ন্যায় দৃষ্টিভঙ্গি, সমন্বিত সমাজের ওপর গুরুত্ব; সম্ভাব্য সাম্যের সমাজের সদস্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিশুকে লালন
পাঠক্রম			
শৃঙ্খলার মর্মবস্তু নির্ভর পাঠক্রম	বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে পাঠক্রম	সহজাত সম্ভাবনার উপর নির্ভর করে পাঠক্রম	সমাজ দৃষ্টিভঙ্গি (আকাঙ্খা, ভবিষ্যত)-র ওপর নির্ভর করে পাঠক্রম
শৃঙ্খলার জন্য প্রয়োজনীয়	সমাজের প্রয়োজনে	ব্যক্তির প্রয়োজন	ন্যায়ের সমাজের লক্ষ্যে
পৃথক বিভাগ		আর্ন্তসম্পর্কিত/সমন্বিত	
বিষয়বসস্তু	যোগ্যতা	উদ্দেশ্য/প্রাসঙ্গিক; উন্নততর উদ্দেশ্যের ওপর গুরুত্ব (উদাহরন – বানান বা হাতের লেখার ওপরে সৃষ্টিশীলতা এবং প্রকাশভঙ্গিকে গুরুত্ব দেওয়া)	
পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির জ্ঞানকেই মূল্যবান বলে মনে করা হয়; প্রত্যেকে একই বিষয় শেখে	দক্ষতার বিচারে সামাজিক স্থান; প্রতেকে একই বিষয় শেখে কিন্তু ভবিষ্যতের সামাজিক ভূমিকা অনুযায়ী কিছু ভাগ থাকে	শিশুর জ্ঞান, স্থানীয় জ্ঞানকে মূল্য দেওয়া; শিক্ষার্থী জ্ঞান নির্মান করে স্থির করে সাধারণ কাঠামো কিন্তু স্থানীয়ভাবে প্রয়োগিক; কিছু তুলনামূলক মান, কিন্তু বিকাশ হবে প্রাসঙ্গিকভাবে	
শিক্ষণ প্রণালী			
শিক্ষক একজন পন্ডিত	শিক্ষার নির্দেশ দান করে ব্যবহারিক উদ্দেশ্যে	শিক্ষক পরিবেশের সাথে আন্তঃ ক্রিয়ায় সহযোগিতা করে	শিক্ষক সামাজিক আন্তঃ ক্রিয়ায় সহযোগিতা করে।
জ্ঞানের সঞ্চার স্মৃতিই প্রধান	পূর্ব নির্ধারিত কাজের মাধ্যমে ব্যবহারে পরিবর্তন; অনুশীলন গুরুত্ব পূর্ণ	ব্যক্তি অনুযায়ী অর্থ নির্মান আলাদা; প্রতিকুলতা + ভাবনাচিন্তা + প্রয়োগ এর সাথে যুক্ত থাকা, সমন্বয় সাধন	যৌথ বোঝাপড়ার সামাজিক নির্মাণ; মিলিতভাবে যুক্ত থাকাও প্রতিফলন
পাঠ্যবই-এর পাঠ অনুযায়ী পরিকল্পনা	পাঠ্যবই, ওয়ার্কবুক অনুযায়ী পরিকল্পনা (কখনও পাঠ্যসূচী)	সাধারণ কাঠামো, শ্রেণি এবং প্রসঙ্গ নির্দিষ্ট (এবং এমনকি শিশু নির্দিষ্ট) প্রয়োগ, বিস্তৃত বিষয়ের ব্যবহার, গ্রন্থাগার, স্থানীয় সামগ্রী (অন্যান্য অনেক বিষয়ের মধ্যে পাঠ্যবই একটি মাত্র উপাদান)	
শ্রেণিকক্ষে সকলে একই কাজ করে; শিক্ষক সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে		শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন শিশু ভিন্ন ভিন্ন কাজ করতে পারে; শ্রেণিকক্ষ পরিচালনায় এবং নিজেদের কাজে শিশুরাই বৃহত্তর ভূমিকা পালন করে	
মূল্যায়ন			
পদমর্যাদা অনুযায়ী বিভিন্ন স্তর ব্যবস্থা, পন্ডিত, শিক্ষক, ছাত্র	সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ	কাঙ্খিত সমাজ (সমতার ওপর গুরুত্ব- এবং তার প্রতি দায়বদ্ধতা) অনুযায়ী মডেল এর ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তি অনুযায়ী সাড়া দেওয়া	
জ্ঞানের পরীক্ষা ঃ – তথ্য – পুনরুৎপাদন – কখনও ‘আত্মস্থ করা’	দক্ষতার পরীক্ষা-ঃ -দক্ষতা – যোগ্যতা (প্রায়ই প্রায়োগিক)	ধারাবাহিক সামগ্রিক মূল্যায়ন + শিশু শিখতে লিখেছে কিনা / সামাজিকভাবে নির্মাণ করতে শিখেছে কিনা। সুতরাং এখানে উদ্দেশ্য বিষয় এবং যোগ্যতা নয়, বরং প্রক্রিয়াকেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। (এই পার্থক্য সহজ নয়)	
লিখিত পরীক্ষা	লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা	প্রক্রিয়ার মধ্যে মূল্যায়নের সুযোগ থাকে; প্রয়োজন অনুযায়ী ভিন্ন কাজও করা যেতে পারে; পোর্ট-ফোলিও কেন্দ্রিক এখানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ	
পর্যায়ক্রমিক, নির্দিষ্ট সময়	পর্যায়ক্রমিক, সংখ্যার ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে	চলমান, ধারাবাহিক, যদিও কিছু পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন প্রয়োজন হতে পারে।	
সকলের থেকে একই আশা করা হয়	সকলের থেকে একই আশা করা হয়	আশার ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকতে পারে; এবং সেই অনুযায়ী মূল্যায়ন হতে পারে; স্থানীয় জ্ঞান ব্যবহার ও উৎপাদনের সক্ষমতাও দেখা হয়	
নম্বর, পয়েন্ট (এবং কখনও গ্রেড) দেওয়া হয়- ওটাকে ব্যক্তির ‘মূল্যায়ন’ হিসেবে দেখা হয়। ফলাফলই গুরুত্বপূর্ণ – যা সক্ষমতা স্থির করে	নম্বর এবং পয়েন্ট ব্যবহার করা হয়, তবে গ্রেডই সাধারণত বেশি প্রয়োগ করা হয়। স্তর চিহ্নিত করা হয়, ফলাফল দক্ষতার মাপকাঠি এবং সেই অনুযায়ী ভবিষ্যত দক্ষতা ও সুযোগ	নম্বর পয়েন্টের থেকেও মতামতের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শিশুর মূল্যায়নের চেয়েও এখানে শিক্ষা পদ্ধতির ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। যাতে আগামি দিনে কি ধরণের সাহায্য শিশুকে দেওয়া যেতে পারে সে বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।	
ছাত্রের উদ্দেশ্য ঃ পরীক্ষায় পাস করা-এর ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। প্রচুর উৎকন্ঠা এবং ভয়, সারা বছরের শিক্ষা ৩ ঘন্টায়	পরীক্ষা এখানে উৎকন্ঠার কারণ – এখানে বিবেচিত করা হবে; পরীক্ষার আধিক্য অস্বাস্থ্যকর চাপ সৃষ্টি করতে পারে শেখার কাজে যুক্ত থাকার পরিবর্তে	নিজের মূল্যায়ন করা এবং মূল্যায়িত হওয়া – শিখন পদ্ধতির স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় (শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়ের) দ্বি-পাক্ষিক মতামত এবং আলোচনার মাধ্যমে চলতি পদ্ধতির উন্নতি ও শেখা। উৎসাহিত করা এবং যা স্বাভাবিক	
রেকর্ড কার্ড এবং স্কুল মূলত নম্বরের রেকর্ড রাখে। শিক্ষককে ডায়রী এবং পাঠপরিকল্পনা করতে বলা হয়	রিপোর্ট কার্ড-এ গ্রেড লিপিবদ্ধ করা হয় (কখনও নম্বর) ছাত্রের সাফল্যের তালিকা রাখা হয় – বৃহত্তর যোগ্যতার নিরিখে ৩ অথবা ৪ কলমের পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজন	সাধারণ পরিকল্পনার মাধ্যমই রেকর্ডের মাধ্যম হতে পারে; শিশুদের পোর্টফোলিও এবং শেখার রেকর্ড শিক্ষকের কাজ সহজ করে দেয়, পরিকল্পনা ভাল করে; শিক্ষককে প্রক্রিয়া চালাতে সাহায্য করে। শিশুরাও নিজেদের মূল্যায়ন করতে পারে।	

প্রাথমিক শিক্ষা ও কেন্দ্র-রাজ্যের সদিচ্ছা

তপন কুমার দাস
প্রধান শিক্ষক, কাপাসহাঁড়িয়া অক্ষয় প্রাথমিক বিদ্যালয়, হুগলী

পূর্ববর্তী সংখ্যার পর

শেষাংশ....

বিগত রাজ্য সরকার প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের কোনরূপ রাজ্যভিত্তিক সার্ভিস কমিশন তৈরী না করায় বিভিন্ন জেলায় মামলা চলার জন্য বেশ কয়েক বছর ধরে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ ছিল ফলে বিদ্যালয়গুলি শিক্ষকহীনতায় ভুগছিল। আবার প্রাথমিক স্কুলগুলিতে সর্বভারতীয় মাপকাঠিতে শিক্ষক নিয়োগের যোগ্যতা যখন উচ্চমাধ্যমিক ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত তখন এরাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষনিয়োগ মাধ্যমিক পাশের যোগ্যতা করা হয়েছে বছরের পর বছর। আবার প্রাথমিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের অন্ধকারে রেখে প্রশিক্ষণহীন প্রার্থীদের নিয়োগ করা হয়েছে। ঐ প্রশিক্ষণহীন শিক্ষকদের আবার বিদ্যালয় খালি রেখে প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণকেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। ফলে বিদ্যালয়গুলির অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়েছে। হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর, নদীয়া সহ বেশ কয়েকটি জেলায় ১২/১৩ বছর ধরে মামলা চলার জন্য প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষকনিয়োগ বন্ধ ছিল। সরকারের কাজের ভুলে একপ্রকার তলানীতে পৌঁছেছে প্রাথমিক শিক্ষা।

১৯০৪ সালে তৎকালীন রাজ্যসরকারের সংস্থা কল্যানীর 'স্টেট ইনস্টিটিউটস্ অব পাঞ্চায়েতস অ্যান্ড রুরাল ডেভলপমেন্ট' প্রকাশিত রিপোর্টে জানা যায় প্রথাগত শিক্ষার নিবিড়তায় পশ্চিমবঙ্গ ত্রয়োদশ স্থানে আছে। স্কুলে ছেলেমেয়েদের ভর্তির হারের নিরিখেই ' হিসাব করা হয়। রাজ্যে শিক্ষার বেহাল অবস্থার কারন খুঁজতে বলা হয়েছে রাজ্যে ড্রপ-আউট বা স্কুলছুট পড়ুয়ার সংখ্যা বেশি। ১৯৯৮-৯৯ সালে প্রথম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ড্রপ-আউটের হার ৪৯.৫৮% ঐ বছরেই ১ম শ্রেণী থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ড্রপ আউটের সংখ্যা ছিল ৮২.৭৩% যা জাতীয় গড়ের চেয়ে ২৫% বেশি।

২০০৬ সালে যোজনা কমিশনের কাছ থেকে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী জানা যায় প্রাথমিক শিক্ষায় স্কুল ছুটের হার এ রাজ্যে ৬৩.৭৭%.

২০০২-০৩ সালের হিসাব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৪৮,৬৪৪ (শিশুশিক্ষাকেন্দ্র গুলি বাদ)। বিদ্যালয় পিছু শিশু ভর্তির সংখ্যা ১৯৩ জন। ঐ সময় রাজ্যে ১,৪৪,৫১০ জন প্রাথমিক শিক্ষক ছিলেন - বিদ্যালয় পিছু ২.৯৭ জন। ঐ সময়ে একজন শিক্ষক ৫৩ জন শিশুর দায়িত্ব নিতেন। সর্বশিক্ষা অভিযানের সূত্র থেকে জানা যায় ঐ সময় রাজ্যে ২৪% শিক্ষকের পদ খালি ছিল যা সংখ্যায় ৪৯,০০০।

'টুওয়ার্ডস ডিস্ট্রিক্ট ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট ফর ওয়েস্ট বেঙ্গল' নামে এক রিপোর্ট থেকে জানা যায় শিক্ষার মানের নির্ধারক হল ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত। ১৯৯৭-৯৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে যেখানে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত। ১৯৯৭-৯৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে যেখানে ছাত্র-শিক্ষক অনুপাত ছিল ১:৫৭, বিহারে ১:৬২, রেলে ১:৩০, আবার ২০০৫ সালে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও জলপাইগুড়ি জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে ১০০০ জন শিক্ষার্থী পিছু শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ১৩ যা খুবই ভয়াবহ। রাজ্যসরকারের সর্বশেষ মানব উন্নয়ন রিপোর্টে এ তথ্য প্রকাশ পায়। সারাদেশে ১০০০ ছাত্র পিছু শিক্ষকের সংখ্যা যেখানে ২৫ যেখানে পশ্চিবঙ্গে ঐ অনুপাত ১০০০:১৮.১৭। ২০০১ সালের জনগননায় পশ্চিমবঙ্গে ৪৮,৩২২ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪০৩৭টি ছিল এক শিক্ষক বিদ্যালয়। পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের অনুপাত গড়ে ৫৩:১ থাকলেও উত্তর দিনাজপুরের ছিল ৮৭:১, দ: ২৪ পরগনায় ছিল ৭৩:১, মুর্শিদাবাদে ছিল ৭০:১। আবার সরকারের সদিচ্ছা বা গতানুগতিক মনোভাবের জন্য এবং প্রশাসনিক অকর্মন্যতার জন্যও দেখা গেছে শহর ঘেঁসা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রশিক্ষক অনুপাত ১৫:১।

২০০১ সালে জনগণনায় ভারত, কেরল ও পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতার হার তুলেদেওয়া হল -

	সাক্ষরতার গড়	নারী	তপশিলী জাতি	মুসলিম	মুসলিম নারী
ভারত	৬৫.৩৭	৫৪.১৬	৫৪.৭	৫৯.১	৫০.১
কেরল	৯০.৯২	৮৭.৮৬	৮২.৭	৮৯.৪	-
প: ব:	৬৯.২২	৬০.২২	৫৯.০	৫৭.৫	৪৯.৮

আমরা আগেই দেখেছি শিক্ষাক্ষেত্রে কেরালার সঙ্গে আমাদের রাজ্যের পার্থক্য কতটা। কিন্তু আমরা যদি একটু সচেতন হই তাহলে বিশাল ব্যবধান কিছুটা হলেও কমাতে পারব।

আশার কথা ২০০২ সালে তৎকালীন এনডিএ সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা করেছিল। যার ফলে সর্বশিক্ষা মিশন ও সর্বশিক্ষা অভিযান। দরিদ্র পরিবারের শিশু, শিশু শ্রমিকদের শিক্ষার আঙিনায় আনতে মিড-ডে মিল চালু হয়েছে। সরকার বিভিন্ন স্তরের মানুষকে জড়িয়ে দিয়েছেন শিশু সুরক্ষায় - বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বাড়ছে।

২০১০ সালের এপ্রিল মাস থেকে সারা দেশে চালু হয়েছে 'শিশুর অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা অধিকার আইন'। দেশ, রাজ্য ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ঐ আইনের বিভিন্ন দিকগুলি নাগরিকদের নজরে আনতে পদক্ষেপ নিচ্ছেন। যদি আমাদের রাজ্য ২০১৩ সাল থেকে শিক্ষার ক্ষেত্রে ঐ কেন্দ্রীয় আইনটি প্রয়োগ করতে চাইছেন। ঐ প্রয়োগের পর আমাদের রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা কতটুকু ফলপ্রসূ হতে পারবে তা ভবিষ্যতই বলে দেবে।

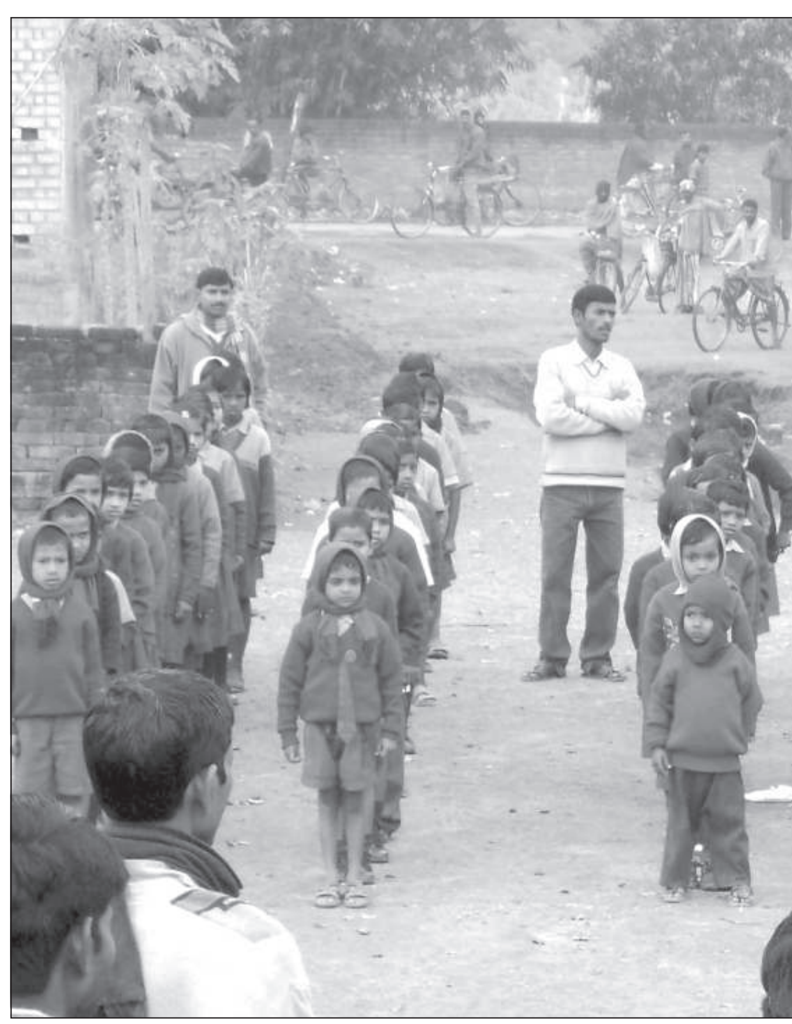

সুস্মিতা চন্দ কর্তৃক সম্পাদিত এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল এডুকেশন নেটওয়ার্ক-এর রাজ্য কমিটির পক্ষে স্বপন পণ্ডা কর্তৃক ৬০এ/২ ব্যানার্জী পাড়া লেন, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৭০০০৩১ হইতে প্রকাশিত।
দূরভাষ-০৩৩-২৪০৫ ৫৩৩৪, ই-মেল:wbenwb@gmail.com, ওয়েবসাইট: wben.info মুদ্রণে: প্রী প্রেস, কলকাতা-৭০০ ০৭৮, দূরভাষ : ২৪০৫ ১৮৭৮ *অনুদান : ৪ টাকা*